ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম

দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটির নারী সদস্যদের জন্য জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও রেজিলিয়েন্স-এ নারী নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল

মেয়াদ: ২ দিন

পরিকল্পনা ও প্রকাশনা

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কারিগরি সহায়তা

বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার-বিডিপিসি

আর্থিক সহায়তা

ইউএন উইমেন

ভূমিকা

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রসহ প্রায় সর্বত্রই নারী ও পুরুষের অবস্থা ও অবস্থানের ভিন্নতা রয়েছে। অবস্থা ও অবস্থানের ভিন্নতার কারণে, দুর্যোগসহ যেকোন প্রতিকুল পরিবেশ ও পরিস্থিতি মোকাবেলায় নারী ও পুরুষের দক্ষতা ও সুযোগের অনেক বেশী তারতম্য লক্ষ করা যায়। দুর্যোগ পরিস্থিতিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে ক্ষতি ও এর উত্তোরণে অনেক ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। ২০০৭ সালের দুর্যোগের ধরন ও দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে তা কিছুটা প্রমাণ মেলে । এই সালের জুলাই- আগস্ট মাসে বন্যার পর পরই আমরা আক্রান্ত হয়েছি প্রলয়ংকারী ঘূর্নীঝড় সিডরের । জুলাই- আগস্টের বন্যায় ১০ লক্ষ মানুষ ক্ষতির শিকার হয় এবং ফসল উৎপাদন প্রায় ১০ ভাগ কমে যায়। এই অবস্থার ভয়াবহ শিকার হয় নারীরা। অপর দিকে এই নারীদের ভুমিকার কারণেই যখন পরিবারগুলো ঘুরে দাঁড়চ্ছিল ঠিক তখনই ২৪০ কিলোমিটার বেগে ঘূর্নীঝড় সিডর আছড়ে পড়ে ৩০ টি জেলার উপর । প্রায় ৮.৭ লক্ষ মানষের জীবন -জীবিকা ধবংস হয় । ১.৫ লক্ষ বসত বাড়ী ও ১২ লক্ষ গাছ বিনষ্ট হয়। এই অবস্থা মোকাবেলা করে ঘুরে দাঁড়াতেও নারী মূখ্য ভূমিকা পালন করে। এই সত্যটি স্থানীয় অঞ্চলের পুরুষরাও এক বাক্যে স্বীকার করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিস্থিতি আমাদেকে বিশেষত নারীদের জীবনকে কতটা বিপদাপন্ন করে তুলেছে তা উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেই প্রতিয়মান হয় । একথা সবাই স্বীকার করছেন যে দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনে বাংলাদেশ যথেষ্টই অগ্রগতি অর্জন করেছে । দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকার যেমন তার ক্ষমতা ও দক্ষতাকে বাড়িয়েছে তেমনি তৃণমূল পর্যায়ে কমিউনিটি ভিত্তিক দুর্যোগ মোকাবেলায় দেশের দুর্যোগ প্রবণ অঞ্চলের মানুষও সক্ষমতাকে প্রমাণ করেছে । সরকার ও বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গুলো দুযোর্গ কবলিত জনগৌষ্ঠিকে উদ্ধার ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পরিপক্ক হয়ে উঠেছে ।

সামগ্রিক ভাবে দুযোর্গ প্রস্তুতি ও মোকাবেলায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও বিশেষ কিছু পর্যবেক্ষণ আমাদেরকে এখনো দুর্বভাবনায় রেখেছে । বিশেষ ভাবে ঘাটতিটি দেখা যাচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনে প্রভাব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে নারীর অধিকার ভিত্তিক সুরক্ষা বিষয়টি । নারী দুর্যোগ মোকাবেলায় বিশাল অবদান রাখলেও তার ভূমিকার স্বীকৃতি ও মর্যাদা দেবার রেওয়াজ আমাদের সমাজে চালু হয়নি। নারীকে কখনো নেতৃত্বের যায়গায় দেখতে বা মানতে বিরাজমান বৈষম্যশূলক দৃষ্টিভঙ্গি এখনো বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।
বাংলাদেশ সরকার নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়নে বদ্ধপরিকর। সরকার গৃহিত নানা পদক্ষেপের ফলে বিগত এক দশকে নারীর ক্ষমতায়নে এগিয়েছে বাংলাদেশ। এটি বিশ্বব্যাপী প্রসংশিত হয়েছে। ‘এসডিজির’[লক্ষ্য অর্জনে গ্রহণ করেছে নানা পদক্ষেপ। নারীর ক্ষমতায়নে জন্য প্রণিত পলিসি ও নীতিমালা বাস্তবায়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

এই পরিবর্তন সূচনার জন্য বাংলাদেশ সরকার, জাতিসংঘ এর ইউএন উইমেন, ইউএনডিপি এবং ইউএনওপিএস যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়ন করছে “ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম(এনআরপি)। এই কর্মসূচি/প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে- নারী -পুরুষ বালক- বালিকাদের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, তাদের টেকসই জীবন মান ও সক্ষমতা উন্নয়নে কৌশলগত সহযোগিতা প্রদান করা।

বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ডিপার্টংমেন্ট অব উইমেন এ্যফেয়ার্স এই কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে ডিপার্টমেন্ট অব উইমেনকে টেকনিকাল সহযোগিতা করছে বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়াডসে সেন্টার- বিডিপিসি।

ন্যাশনাল রেজিরিয়েন্স প্রোগ্রাম বাস্তবায়িত হচ্ছে্য ডিপার্টমেন্ট অব উইমেন এ্যফেয়ার্স এর নেতৃত্বে। বিডিপিসি, জেলা , উপজেলা, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা প্রস্তুতি ভলেন্টিয়ারদের সক্ষমতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সম্প্রতি এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। বিডিপিসি প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সক্ষমতা উন্নয়ন, যাতে তারা জেন্ডার রেসপন্সিভ রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণকারীগণ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রশিক্ষণকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ মডিউল এর গুরুত্ব অপরিসিম। এই মডিউলটি ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নারী সদস্যদের নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য প্রণীত হয়েছে। এই মডিউল নারী সদস্যদের জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে নারী নেতৃত্ব বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ পরিচালনায় সহায়ককে সাহায্য করবে এবং আশা করি এই মডিউলে সন্নিবেশিত বিষয়গুলো জেন্ডার রেসপনসিভ রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী নেতৃত্ব উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু বিন্যাস

অধিবেশন ১ঃ প্রথম অধিবেশন (৩০ মিনিট)

১.১; পরিচয় পর্ব

১.৩: প্রশিক্ষন প্রত্যাশ ও প্রত্যাশা পুরণে সহযোগিতার নীতিমালা

১.৪: প্রশিক্ষনপূর্ব পরীক্ষা

অধিবেশন ২ঃ জেন্ডার ধারনার বিশ্লেষণ (৩ ঘন্টা ৩০ মিনিট)

২.১: জেন্ডার সংজ্ঞা নিরুপন ও উন্নয়ন সম্পর্ক

২.২ সামাজিকীকরন প্রক্রিয়া ও শ্রম বিভাজন

২.৩ নারী ও পুরুষের ভুমিকা

২.৪ নারী ও পুরুষের ক্ষমতার বিন্যাস, উৎস ও অধিগম্যতা

২.৫: নারীর প্রতি সংহিংসতা ও নির্যাতনের কারন, ধরন ও প্রভাব

অধিবেশন ৩ঃ দুর্যোগ ও দুর্যোগে নারী ও পুরুষের ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা (২ ঘন্টা)

৩.১; দূর্যোগে নারী, কিশোরী শিশুর, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা বিশ্লেষন

৩.২:জলাবায়ূর প্রভাব, রেজিলিয়েন্স ধারনা

৩.৩: দুর্যোগ মোকাবেলায় নারীর অবস্থা, অবস্থান ও সক্ষমতা বিশ্লেষণ

৩.৪: দুর্যোগ মোকাবেলায় নীতিকাঠামো ও নারীর ভুমিকা

অধিবেশন ৪ঃ নেতৃত্ব, নারী নেতৃত্ব এবং দুর্যোগে নারী নেতৃত্ব (২ ঘন্টা)

৪.১; নেতৃত্ব, নেতৃত্ব ধরণ ও প্রকারভেদ, কার্যকারীতা

৪.২:নারীবাদী নেতৃত্ব বিকাশে পদক্ষেপ ও পর্যায় সমূহ

৪.৩:নারী নেতৃত্বর গঠন ও প্রয়োগের চ্যালেঞ্জ সমুহ, উত্তরন প্রক্রিয়া

৪.৪: নারী নেতৃত্ব বিকাশ ও টেকসই উন্নয়নে সরকারের নীতিকাঠামো

অধিবেশন ৫ঃ দুর্যোগ ও ঝুঁকি হ্রাসে সরকারী নীতিকাঠামোর ভুমিকা (২ ঘন্টা মিনিট)

৫.১; প্রচলিত আইন ও নীতিকাঠামো সমূহ

৫.২:চলমান নীতিকাঠামো, জেন্ডার ও নারী নেতৃত্ব বিশ্লেষন

৫.২:নীতিকাঠামো সমূহ ব্যবহার ও উপযোগিতা বিশ্লেষন

৫.৪: নারী উন্নয়ন নীতিমালা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

অধিবেশন ৬ঃ সমাপনী অধিবেশন (৩০ মিনিট)

৬.১; প্রশিক্ষন শেষে পরীক্ষা ও অংশগ্রহনকারী ২ জনের মতামত

৬.২:প্রসংশাপত্র প্রদানও সমাপনী বক্তব্য।

প্রশিক্ষণ কোর্সের লক্ষ্য

দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটির নারী সদস্যদের নারী নেতৃত্ব ও জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও রেজিলিয়েন্স বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাতে অংশগ্রহণকারীগণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে নারী নেতৃত্ব উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন।

প্রশিক্ষণ কোর্সের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- জেন্ডার, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় পরিবার ও সমাজে নারী- পুরুষের ভূমিকা, শ্রম বিভাজন, ক্ষমতার বিন্যাস, অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে ধারণা অর্জন করবেন;
- নারীর উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভার,দুর্যোগে নারীর ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতাগুলি চিহ্নিত করতে পারবেন এবং নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে জাতীয় নীতিমালা প্রস্তাবিত করণীয় সম্যক ধারণা লাভ করবেন;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও নেতৃত্ব, নারীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব, নারীবাদী নেতৃত্ব বিকাশে পদক্ষেপ, নারী নেতৃত্ব বিকাশ ও টেকসই উন্নয়নে সরকারের নীতিকাঠামো সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে কমিটির নারী সদস্য হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং বাস্তবায়নে একটি বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সক্ষম হবেন।

মডিউল ব্যবহারকারীর জন্য নির্দেশিকা (Guidlines for the Facilitator)

দক্ষ/ টিওটি প্রাপ্ত প্রশিক্ষক

অংশগ্রহণকারী (Participants)

এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবেন ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নারী সদস্য

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি (Training methods)

প্রশিক্ষণের সময়কাল, অংশগ্রহণকারীদের ধরন, প্রশিক্ষণের সম্ভাব্য ভেন্যু ইত্যাদি বিবেচনা করে কিছু কার্যকর অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির সাহায্যে কোর্সটি পরিচালিত হবে।

পদ্ধতিসমূহ (Methods)

- আলোচনা
- প্রদর্শন
- উন্মুক্ত আলোচনা
- শিক্ষা উদ্দীপক খেলা
- ছোট দলে আলোচনা
- ভূমিকা অভিনয়
- জোড়া দলে আলোচনা
- অভিজ্ঞতা বিনিময়
- গল্প বলা
- ঘটনা বিশ্লেষণ

প্রশিক্ষণ উপকরণ (Training Materials)

আলোচ্য বিষয়ের হ্যান্ডনোট, বোর্ড, মার্কার, পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড, ভিপ কার্ড, পোস্টার পেপার, ফ্লিপশীট, ওয়ার্কশীট, ছবি ।

মূল্যায়ন পদ্ধতি (Evaluation methods)

- মৌখিক প্রশ্ন উত্তর
- পর্যবেক্ষণ
- ফলাফল বিশ্লেষণ
- মুড মিটার

সহায়কের জন্য বিবেচ্য বিষয় সমূহ (Considering factors for the Facilitators)

(নীচে উল্লেখিত কাজ গুলো সম্পূর্ণ হলে খালি ঘরে ঠিক চিহ্ন ব্যবহার করুন না হলে ক্রস চিহ্ন দিন)

প্রশিক্ষণের পূর্বে – (Before Training)

১. তথ্য সংগ্রহ ঃ অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা

২. কেন্দ্র নির্বাচন ঃ প্রশিক্ষণ উপযোগী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্ধারণ করা;

৩. প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শণঃ সম্ভব হলে প্রশিক্ষণ শুরুর আগের দিন অথবা প্রশিক্ষণ শুরুর আগেই প্রশিক্ষণ কক্ষ পরিদর্শন করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, স্বাচ্ছন্দময় পরিবেশ, অর্ধ বৃত্তাকারে বসার ব্যবস্থা, পানীয় জল ও নারী-পুরুষের জন্য পৃথক বাথরুমের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৪. প্রশিক্ষণ উপকরণ ঃ প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ সামগ্রী যেমন- ফাইল / সাদা কাগজ / নামের কার্ড / কলম / পোস্টার কাগজ / মার্কার / বোর্ড / স্টেপলার / পাঞ্চিং মেশিন / ডাস্টার / স্কচ টেপ / মাস্কিং টেপ / ক্লিপ / পিন ইত্যাদি জোগাড় করে রাখা এবং প্রদর্শনযোগ্য উপকরণ ব্যবহারের স্থান ও সুযোগ- সুবিধা নিশ্চিত করা।

৫. রেজিষ্ট্রেশন ফরমঃ অংশগ্রণকারীদের দৈনিক উপস্থিত স্বাক্ষরের জন্য ফরম তৈরি করা;

৬. নাম কার্ড ঃ অংশগ্রহণকারীদের নামের কার্ড প্রস্তুত করে রাখা;

৭. প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রস্তুতকরণঃ অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সামগ্রী যা তারা প্রশিক্ষণে ব্যবহার করবে সে সব সংগ্রহ ও প্রস্তুত করে রাখা;

৮. সেশন নির্বাচন ঃ সহায়ক নির্বাচন–অর্থাৎ কে কোন অধিবেশন পরিচালনা করবেন তা নির্ধারণ করে তাদের সাথে যোগাযোগ ও পূর্ব প্রস্তুতি নিশ্চিত করার জন্য মডিউল সরবরাহ করা;

৯. পাঠ পরিকল্পনা ঃ পাঠ পরিকল্পনা ও পরিচালনার আগে মডিউলে অর্ন্তভূক্ত সকল তথ্যাদি ভাল ভাবে পড়ে দেখা এবং প্রশিক্ষণের কোন বিষয় সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করার প্রয়োজন হলে পূর্বেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা;

১০. পাঠ পরিকল্পনা সহায়ক উপকরণ ঃ পাঠ পরিকল্পনা ও পরিচালনার আগে পদ্ধতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সে অনুযায়ী প্রশিক্ষণ উপকরণ সংগ্রহ এবং প্রয়োজনে অংশগ্রহণকারীদের উপযোগী প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রণয়ন করা;

প্রশিক্ষণ চলার সময় – (Duration of the Training)

১. প্রশিক্ষকের ভূমিকাঃ প্রশিক্ষণ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক একজন সহায়কের ভূমিকা পালন করবেন মাত্র;

২. শ্রেণী কক্ষে সহায়ক ও অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ ঃ প্রতিদিন অধিবেশন শুরুর অন্তত ১৫ মিনিট আগে সহায়ককে কক্ষে উপস্থিত হওয়া এবং অংশ্রগহণকারীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা ;

৩. কুশল ও শুভেচ্ছা বিনিময় ঃ অধিবেশন শুরু ও শেষে অংশগ্রহণকারীদের সাথে কুশল ও শুভেচ্ছা বিনিময় করা;

৪. প্রশিক্ষণ উপকরণ ও এইড সাজিয়ে নেয়া ঃ অধিবেশন পরিচালনার সময় সেশন গাইড / পোস্টারপেপার / মার্কার / মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর / সহায়ক তথ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সাজিয়ে নেয়া বা হাতের কাছে রাখা;

৫. অংশগ্রহণকারী কেন্দ্রীক হওয়া ঃ অংশগ্রহণকারীদের যে জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও তথ্য আছে তা জানার চেষ্টা করা এবং তাদের ভূমিকাকে গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেয়া এবং তাদের প্রতি ধৈর্য্য ও সহনশীলতা বজায় রাখা;

৬. নিজেকে বিরত রাখা ঃ নিজস্ব বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা ও মতামতকে প্রাধান্য বা চাপিয়ে দেয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখা;

৭. আলোচনায় সম্পৃক্তকরন ও দলীয় কাজে সহযোগীতা প্রদানঃ আলোচনায় সকল অংশগ্রহণকারীকে সক্রিয় রাখা, প্রয়োজনে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা এবং দলীয় কাজের সময় সঠিক দিকে পরিচালিত হতে সহযোগিতা করা;

৮. পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন ঃ অবসরে অংশগ্রহণকারীদের সাথে মতবিনিময় ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা;

৯. উদাহরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সর্তকতা ঃ উদাহরণ দেয়ার ক্ষেত্রে দেশীয়/স্থানীয় ইতিহাস / সংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতা ভিত্তিক উদাহরণ উপস্থাপন করা এবং অপ্রাসঙ্গিক আলাপ-আলোচনার দিকে যাবার প্রবনতা রোধ করা;

১০. অধিবেশন পনুঃ আলোচনা ও সহায়ক তথ্য বিতরণ ঃ প্রতিটি অধিবেশন শেষে শিখন বিষয়গুলো পুনঃআলোচনা করা এবং অধিবেশন শেষে সহায়ক তথ্য বিতরণ করা।

প্রশিক্ষণের পরে (After Training)

১. প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ ঃ প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য প্রশিক্ষণের তথ্যসমূহ সংগ্রহ ও গ্রন্থনা করা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন অংশগ্রহণকারী এবং সংশ্লিষ্টদের কাছে প্রেরণ করা;

২. কার্যক্রম ফলোআপ করা ঃ নিয়মিত ব্যবধানে অংশগ্রহণকারীদের সাথে যোগাযোগ ও তাদের কার্যক্রম ফলোআপ করা;

৩. ফিডব্যাক ঃ ব্যক্তি ও সংস্থা উভয় দিক থেকেই মতামত (feedback) নেয়া।

মডিউল ব্যবহার বিধি (Using system of Module) (কাজ গুলো সম্পূর্ণ হলে ঠিক চিহ্ন দিন)

সহায়কের জন্য

১. প্রথমেই মডিউলটি ভালভাবে পড়ে নিন;

২. পুরো মডিউলটি দ্বিতীয় বার ভালভাবে পড়ুন। এতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে;

৩. এরপর মডিউলের প্রতিটি অধিবেশন মনযোগ দিয়ে পড়ুন;

৪. প্রথমে শিরোনাম থেকে শুরু করুন। তারপর বিষয় / উদ্দেশ্য / পদ্ধতি ও কি কি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে তা আত্মস্থ করে নিন;

৫. কোথাও কোন অসঙ্গতি কিংবা অস্পষ্টতা চোখে পড়লে বিষয়টি নিয়ে উর্ধ্বতন প্রশিক্ষকের সাথে আলোচনা করুন;

৬. এরপর প্রথমে যে অধিবেশনটি উপস্থাপন করবেন সেই অংশটি বার বার পরে আত্মস্থ করুন;

৭. যে দিন যে বিষয়ে আলোচনা করবেন সে বিষয়গুলোর প্রতিটি অংশ ভাল করে দেখে নিন। মানসিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করুন। প্রয়োজনে বিষয় বস্তুর উপর নোট নিন এবং কিভাবে অংশগ্রহণকারীদের সামনে বিষয়টি উপস্থাপন করলে আলোচনাটি সবাই বুঝতে পারবে ও প্রাণবন্ত হবে, সেইভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করুন এবং বিশেষ ক্ষেত্রে নোট নিন।

দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটির নারী সদস্যদের জন্য
জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও রেজিলিয়েন্স-এ নারী নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল

সময়কাল- ২ দিন

দিন- ১

অধিবেশন	**সময়**	**বিষয়**
অধিবেশন-১	০৯:০০	**উদ্বোধন ও কোর্স পরিচিতি**
অধিবেশন-২	১০:০০	**জেন্ডার ধারনার বিশ্লেষণ** • জেন্ডার সংজ্ঞা নিরুপন ও উন্নয়ন সম্পর্ক • নারী-পুরুষের ভুমিকা, সামাজিকীকরন প্রক্রিয়া ও শ্রম বিভাজন • নারী ও পুরুষের ক্ষমতার বিন্যাস, উৎস ও অধিগম্যতা • নারীর প্রতি সংহিংসতা ও নির্যাতনের কারন, ধরন ও প্রভাব
	১০:৩০	চা বিরতি
অধিবেশন-২	১১:০০	পূর্ববর্তী অধিবেশন চলমান
	০১:৩০- ০২:৩০	মধ্যাহ্ন বিরতি
অধিবেশন- ৩	০২:৩০-	**দুর্যোগ ও দুর্যোগে নারী ও পুরুষের ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা** • দূর্যোগে নারী, কিশোরী শিশুর, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা বিশ্লেষন • জলাবায়ূর প্রভাব, রেজিলিয়েন্স ধারনা • দুর্যোগ মোকাবেলায় নারীর অবস্থা, অবস্থান ও সক্ষমতা বিশ্লেষণ
	০৩:৩০	চা বিরতি
অধিবেশন-৩	০৩:৪৫	পূর্ববর্তী অধিবেশন চলমান
	০৪:৪৫	দিনের উপস্থাপিত বিষয়ের উপর প্রশ্ন্ উত্তর
২য় দিন অধিবেশন	০৯:০০- ০৯:৩০	**পূর্বদিনের কার্যবলী পর্যালোচনা**
অধিবেশন -৪:	০৯:৩০	**নেতৃত্ব, নারী নেতৃত্ব এবং দুর্যোগে নারী নেতৃত্ব (২ ঘন্টা** • নেতৃত্ব, নেতৃত্ব ধরণ ও প্রকারভেদ, কার্যকারীতা • নারীবাদী নেতৃত্ব বিকাশে পদক্ষেপ ও পর্যায় সমূহ • ঝুঁকিহ্রাস ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী নেতৃত্বও প্রয়োগিক চ্যালেঞ্জ সমুহ, উত্তরন প্রক্রিয়া

	১০:৩০	**চা বিরতি**
অধিবেশন-৪	১১:০০	পূর্ববর্তী অধিবেশন চলমান
অধিবেশন -৫	১২:০০	**দুর্যোগ ও ঝুঁকি হ্রাসে সরকারী নীতিকাঠামো ও প্রয়োগেনারী নেতৃত্বর ভুমিকা** ● প্রচলিত আইন ও নীতিকাঠামো সমূহ ● টেকসই উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ● নীতিকাঠামো বাস্তবায়নে নারী নেতৃত্বর ভুমিকা ● নারী নেতৃত্বর ব্যক্তি ও সমষ্টি পর্যায়ে পরিকল্পনা
	০১:৩০	**মধ্যাহ্ন বিরতি**
অধিবেশন -৫	০২:৩০	পূর্ববর্তী অদিবেশন চলমান
অধিবেশন -৬	০৩:০০	**কোর্স পর্যালোচনা, শিখন যাচাই, মূল্যায়ণ ও সমাপনী**

অধিবেশন-০১

অধিবেশন শিরোনামঃ প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন পর্ব

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানতে ও বলতে পারবেন

- প্রশিক্ষক ও অংশগ্রহণকারীদের মাঝে প্রাথমিক কুশল বিনিময় হবে
- প্রশিক্ষণ কোর্সের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলতে পারবেন;
- পরস্পর পরিচিত হতে পারবেন;
- অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা নিরূপিত হবে;
- প্রশিক্ষণ সহায়ক নিয়মাবলী তৈরি হবে;
- প্রশিক্ষণ কোর্সের আনুষ্টানিক শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হবে।

পদ্ধতি ঃ খেলা, আলোচনা, জোড়া দলে উপস্থাপন, পাওয়ারপয়েন্ট/ স্লাইড প্রদর্শন ও লিখিত পরীক্ষা

উপকরণ ঃনিবন্ধন সীট, খেলার নির্দেশনা, খেলার বিষয় লিখিত টুকরো কাগজ, উদ্দেশ্য, নিয়মাবলি লিখিত স্লাইড/পোস্টার,ধারণা যাচাই প্রশ্নপত্র,ফ্লিপসীট, মার্কার

সময় ঃ ৬০ মিনিট

আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
উদ্বোধন	নিবন্ধন সীট পূরণ, বক্তব্য	নিবন্ধন সীট, ব্যানার,	২০ মিনিট
পরিচিতি, প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা,প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণ সূচি	খেলা, আলোচনা, জোড়া দলে উপস্থাপন, পাওয়ারপয়েন্ট/ স্লাইড প্রদর্শন	খেলার বিষয় লিখিত টুকরো কাগজ, উদ্দেশ্য, নিয়মাবলি লিখিত স্লাইড/পোস্টার,ধারণা যাচাই প্রশ্নপত্র, ফ্লিপসীট, মার্কার	৩৫ মিনিট
সারাংশ নিরুপণ ও শিখন যাচাই	প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা	ফ্লিপসীট ও মার্কার	১০ মিনিট

অধিবেশন পরিচালন প্রক্রিয়া

ধাপ-০১ ঃ উদ্বোধন **সময় ঃ ২০ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান;
- যে কোন একপাশ থেকে অংশগ্রহণকারীদের নাম নিবন্ধন করুন;
- উদ্বোধনী পর্বের আমন্ত্রিত অতিথি/অতিথিবৃন্দকে মঞ্চে আহ্বান জানান এবং অংশগ্রহণকারীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিন;
- আমন্ত্রিত অতিথি/অতিথিবৃন্দকে পদমর্যাদা অনুযায়ী (একাধিক অতিথি থাকলে) উদ্বোধনী পর্বে বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করুন;
- অতিথিকে কোর্সের উদ্বোধনী ঘোষণা করতে বলুন;
- একাধিক অতিথি থাকলে সর্বশেষ সিনিয়র বক্তাকে কোর্সের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে অনুরোধ করুন;
- ঘোষণা শেষে আমন্ত্রিত অতিথি/অতিথিবৃন্দকে উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ জানান।

ধাপ-০২ঃ পরিচিতি, প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা,প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্য ব্যখ্যা সময় ঃ ৩৫ মিনিট

- খেলার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের জড়তা বিমোচন এবং অংশগ্রহণকারী একে অপরের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবেন। খেলাটি পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক তথ্য খেলার নির্দেশনা এর সহযোগিতা নিন;
- এই প্রশিক্ষণ থেকে অংশগ্রহণকারীগণ জীবিকয়ন সম্পর্কে কী কী বিষয়ে জানতে বা শিখতে আগ্রহী সে সম্পর্কে পাশাপাশি দুইজনকে আলোচনা করে দু'টি করে পয়েন্ট ঠিক করতে বলুন;
- প্রত্যাশিত বিষয় নির্ধারণ করতে অংশগ্রহণকারীদেরকে ২/৩ মিনিট সময় দিন;
- এরপর প্রত্যাশিত বিষয়গুলো শুনে ফ্লিপ সীটে লিপিবদ্ধ করুন;
- প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্য লিখিত স্লাইড/পোস্টার প্রদর্শন করে সুনির্দিষ্টভাবে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন;
- উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা শেষে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ সূচি প্রদান করুন;
- প্রশিক্ষণ উত্তর ধারণা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে প্রত্যেককে প্রশ্নপত্র প্রদান করুন এবং তা পূরণের জন্য ২০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিন;
- নির্ধারিত সময় শেষে প্রশ্নপত্রসমূহ সংগ্রহ করুন;
- সকল অংশগ্রহণকারীদের মতামতের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ সহায়ক নীতিমালা তৈরি করুন।

ধাপ-৩ ঃ সারাংশ নিরুপণ ও শিখন যাচাই সময় ঃ ৫ মিনিট

- অধিবেশনের সারসংক্ষেপ তুলে ধরুন;
- প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা, উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলি লিখিত পোস্টার ও ফ্লিপসীট দেয়ালে লাগিয়ে দিন
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে উদ্বোধনী পর্ব শেষ করুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

উদ্বোধনী পর্বের পরিবেশ পরিস্থিতি, সময়, সুযোগ-সুবিধা বিবেচনা করে সহায়ক এই অধিবেশন পরিকল্পনাটির পরিবর্তে অন্য কোন আকর্ষণীয় প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে পারেন।

সহায়ক তথ্য

অধিবেশন-১
প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী পর্ব

খেলার নির্দেশনা

অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা অনুযায়ী ছোট ছোট টুকরো কাগজে মজার কিছু করনীয় লিখে ভাঁজ করুন। যেমনঃ দু'লাইন গান, কাকের ডাক, মোরগের ডাক, মুখাভিনয় করে কিছু বোঝানো ইত্যাদি। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে একটি করে ভাঁজ করা কাগজের টুকরো তুলে নিতে বলুন। অংশগ্রহণকারীদের ভাঁজ খুলে কাগজ দেখতে বলুন। কাগজের লেখা বিষয় অনুযায়ী কিছু করা অথবা নিজের পচ্ছন্দমত কিছু করার জন্য একে একে আহ্বান জানান। করণীয় শেষে নিজের পরিচয় যেমনঃ নাম, পদবী, কর্মস্থান, জেলা বলতে বলুন। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে তার মজার কিছু করা ও পরিচয় প্রদানের জন্য ১ মিনিট সময় প্রদান করুন। অংশগ্রহণকারীদের পরিচয় শেষে সহায়ক হিসেবে নিজের/নিজেদের পরিচয় দিন। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে পরিচয় পর্বটি শেষ করুন।

প্রশিক্ষণ সহায়ক নিয়মাবলী

- অপরের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন;
- আলোচনা ও দলীয় কাজে মতামত প্রকাশ করা;
- নীরব অংশগ্রহণকারীকে সক্রিয় করা;
- সবার অংশগ্রহণের মাধ্যমে সবাই শিখব এমন মনোভাব তৈরি করা;
- একে একে কথা বলা;
- অন্যকে বলার সুযোগ করে দেয়া;
- বন্ধুত্বপূর্ণ ও আনন্দঘন পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করা;
- না বুঝলে প্রশ্ন করা;
- প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা;
- সময়মত উপস্থিত হওয়া;
- মোবাইল ফোন নিরব রাখা;
- সব অংশগ্রহণকারীকে সমান গুরুত্বপূর্ণ মনে করা;

প্রশিক্ষণ পূর্ব ধারণা যাচাই পত্র

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা রেজিলিয়েন্স বাস্তবায়নে নারী নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

অংশগ্রহণকারীঃ দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটির নারী সদস্যদের জন

পূর্ণমান-১০০

ক্রমিক নং	বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন	সঠিক	সঠিক নয়	জানিনা
১	জেন্ডার হলো নারী ও পুরুষের সমতা			
২	দুর্যোগে নারীর ক্ষয় ক্ষতি বেশী হবার কারণ হলো দুর্যোকে গুরুত্ব না দিয়ে কাজ করা			
৩	সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী-পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনযোগ্য নয়			
৪	নারীর প্রতি সহিংসতা ঘটে নারী বিভিন্ন পেশায় কাজ বা বাহিওে চাকুরি করার কারণে			
৫	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকা ও নেতৃত্ব নিজ গৃহের মধ্যেই সিমাবদ্ধ রাখা প্রয়োজন			
৬	নারীর নেতৃত্ব বলতে বোঝায় নারীকে বিভিন্ন কমিটির সদস্য সিবে অন্তর্ভুক্ত করা			
৭	নারী নেতৃত্ব উন্নয়নের জন্য দরকার পুরুষদের সহনুভুতি			
৮	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী নেতৃত্ব বাস্তবভিত্তিক নয়			
৯	জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবাযনে নারী নেতৃত্বের প্রয়োজন হলো দায়িত্ব হলো নারীদেও সমস্যা বিভিন্ন ফোরামে তুলে ধরা			
১০	নারী যদি আশ্রয় কেন্দ্রে যায় তাহলে পরিবারের ধন সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব নয়			

সহায়কের জন্য নির্দেশনাঃ

- উপরোক্ত প্রশ্নপত্রের অনুরূপ একটি প্রশ্নপত্র পূর্বেই পোস্টার পেপারে তৈরি করে রাখুন। অধিবেশনে এই পর্বটি পরিচালনার সময় হলে পোস্টারটি বোর্ডে টানিয়ে দিন। একটি একটি করে প্রশ্ন উপস্থাপন করুন। বিষয়টি যারা সঠিক মনে করেন তাদের সংখ্যা হিসেব করে ‘সঠিক লেখা’ কলামে বসিয়ে দিন, আর যারা সঠিক মনে করেন না তাদের সংখ্যা এবং যারা জানেনা তাদের সংখ্যাটিও হিসেব করে নির্ধারিত কলামে বসান। একই প্রক্রিয়ায় সবগুলো বিষয়েই অংশগহণকারীদের মতামতভিত্তক সংখ্যা লিখুন।

অধিবেশন-০২

অধিবেশন শিরোনামঃ জেন্ডার সংজ্ঞা নিরুপণ ও উন্নয়ন সম্পর্ক

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানতে ও বলতে পারবেন

২.১. জেন্ডার ধারণা ও উন্নয়ন সম্পর্ক

২.২. সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ও শ্রম বিভাজন

২.৩. নারী ও পুরুষের ভুমিকা

২.৪. নারী ও পুরুষের ক্ষমতার বিন্যাস, উৎস ও অধিগম্যতা

২.৫. নারীর প্রতি সংহিংসতা ও নির্যাতনের কারণ, ধরন ও প্রভাব

সময় ঃ ৩ ঘন্টা

আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
জেন্ডার ধারণা ও উন্নয়ন সম্পর্ক	প্রশ্ন উত্তর ও আলোচনা	নিবন্ধন সীট, ব্যানার,	৪৫ মিনিট
সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ও শ্রম বিভাজন ও নারী- পুরুষের ভূমিকা	বিশ্লেষণ, প্রদর্শন আলোচনা	সামাজিকীকরন প্রক্রিয়া ও শ্রম বিভাজন ও নারী-পুরুষের ভূমিকা লিখিত স্লাইড/পোস্টার, ফ্লিপসীট, মার্কার	৪৫ মিনিট
নারী ও পুরুষের ক্ষমতার বিন্যাস, উৎস ও অধিগম্যতা	ছোট দলীয় আলোচনা,		৫০ মিনিট
নারীর প্রতি সংহিংসতা ও নির্যাতনের কারণ, ধরন ও প্রভাব			৩০ মিনিট
সারাংশ নিরুপণ ও শিখন যাচাই	প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা	ফ্লিপসীট ও মার্কার	১০ মিনিট

অধিবেশন পরিচালন প্রক্রিয়া

ধাপ-০১ ঃজেন্ডার ধারণা ও উন্নয়ন সম্পর্ক সময় ঃ ৪৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের অধিবেশনে আমন্ত্রণ জানিয়ে ও অধিবেশনের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বলুন;
- জেন্ডার ও সেক্স কাকে বলে প্রশ্নটি করে প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা সংগ্রহ করুন;
- এরপর স্লইড প্রদর্শন করে সহায়ক তথ্যের আলোকে সম্ভব হলে অংশগ্রহণকারীদের ধারণার সাথে মিলিয়ে জেন্ডার এর আবিধানিক ও বিশ্লেষণমূলক ধারণাটি প্রদান করুন ;
- উন্নয়নে জেন্ডার এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করুন;
- আপনার বক্তব্য যাতে অংশগ্রহণকারীগণ ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করে সেটি বিবেচনায় নিয়ে আলোচনা করুন।

ধাপ-০১ ঃ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ও শ্রম বিভাজন ও নারী- পুরুষের ভূমিকা সময় ঃ ৪৫ মিনিট

- নারী-পুরুষ কি ধরণের ভুমিকা পালন করে- উৎপাদনমুলক কাজ, পুনঃউৎপাদনমুলক কাজ, সেবা ও কমিউনিটির কাজ তা ব্যাখ্যা করুন;

- এরপর, সাধারণ একটি দিনে তাদের এলাকায় নারী ও পুরুষ কী ধরণের কাজ করে তা গ্রুপ ভিত্তিক ভাবে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলুন এবং একটি পাতায় সময় অনুসারে লিপিবদ্ধ করতে বলুন।
- পরিবারে, ছোটকাল থেকে কন্যা ও ছেলে শিশুদেও বড় হওয়ার প্রক্রিয়া আলোচনার অবতারনা করুন;
- এবার নারী ও পুরুষের ধারা বিশ্লেষণ-টুল প্রদর্শন করে এবং এই টুলের সাহায্যে ছেলেশিশু ও মেয়েশিশু বিভিন্ন বয়সে যেসব কাজে অংশ নিয়ে থাকে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা তার একটা প্রতিবেদন তৈরি করুন;
- এবার, এই টুল থেকে পাওয়া তথ্য ও সহায়ক তথ্যের উপর ভিত্তি করে আলোচনা করুন-
  - কিভাবে সামাজিক প্রথা এবং সংস্কৃতি ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা আলাদা কাজ নির্ধারণ করে দেয়;
  - কিভাবে এগুলো তাদেরকে সামাজিকভাবে নির্ধারিত শ্রমবিভাজনের দিকে নিয়ে যায়;
  - সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াগুলো কিভাবে সমাজে নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে,

ধাপ-০১ ঃ নারী ও পুরুষের ক্ষমতার বিন্যাস, উৎস ও অধিগম্যতা সময় ঃ ৫০ মিনিট

- আলোচনাকারীগণের নিকট প্রশ্ন করুন 'ক্ষমতা'র অর্থ কি বা ক্ষমতা বলতে কি বোঝায়? প্রশ্ন করে অংশগ্রহণকারীদের মতামত জানুন এবং গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলো বোর্ডে লিখুন;
- অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা করে এবং সহায়ক তথ্যের ভিত্তিতে ক্ষমতার উৎসগুলো বা কোন কোন বিষয় কিভাবে ক্ষমতা সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন;
- এরপর অংশগ্রহণকারীদের ৫টি দলে বিভক্ত করে ক্ষমতার উৎসর তালিকা থেকে ১টি/২টি করে উৎস্যেও নাম এক একটি দলকে বলুন এবং এসব উৎস নারীকে কতটা এবং পুরুষকে কতটা ক্ষমতাশালী করে তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নির্ধারণ করতে বলুন;
- আলোচনা করে একটি বাস্তবভিত্তিক ব্যাখ্যা তৈরির জন্য ১০ মিনিট সময় দিন এবং নির্দেশনা দিন এই ব্যাখ্যাটি তারা লিখিত অথবা মৌখিক যে কোন ভাবেই দিতে পারে;
- নির্ধারিত সময় শেষে একে একে দলগুলোর ব্যাখ্যা শুনুন এবং দলগুলোর ব্যাখ্যা শেষে এসব উৎসগুলোতে নারী-পুরুষের ক্ষমতা বা অভিগম্যতা কতটা এবং অধিগম্যতা কম বা বেশী কেন তা আলোচনা করে সকলরেক স্বচ্ছ ধারণা দিন;
- এই ক্ষমতার অধিগম্যতার ভিত্তিতে কিভাবে পরিবার, সমাজে নারী ও পুরুষের বৈষম্য তৈরী হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করুন।

ধাপ-০১ ঃ নারীর প্রতি সংহিংসতা ও নির্যাতনের কারন, ধরন ও প্রভাব সময় ঃ ৩০ মিনিট

- অশংগ্রহনকারীদের প্রশ্ন করুন-
  - নির্যাতন ও বৈষম্য কি এবং কতপ্রকার ?
  - কে বেশী নির্যাতন বা বৈষম্যর শিকার হয় এবং কেন?
- অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলো শুনুন এবং প্রয়োজনে বোর্ডে লিখুন;
- এরপর বৈষম্য ও নির্যাতন বিষয়ক বিষয়ক একটি কেস অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে বিতরন করে তা বিশ্লেষণের জন্য ৫ মিনিট সময় দিন;
- নির্ধারিত সময় শেষে আলোচনার অবতারনা করুন-
  - নির্যাতন কিভাবে নারীর বা পুরুষের বিকাশে বাধাগ্রস্থ করছে?
  - সমাজে ও পরিবারে নির্যাতন কেন গ্রহনযোগ্যতা পাচ্ছে?
  - অংশগ্রহণকারীগণের মতামত শুনুন;

- পূর্ববর্তী আলোচনার সুত্রধরে অধিগম্যতার ভিত্তিতে নারী-পুরুষের মধ্যে যে বৈষম্য তৈরি হচ্ছে এবং তারফলেই পরিবার, সমাজে নারীর প্রতি নির্যাতন ও সমাজে তা গ্রহণযোগ্রতা পাচ্ছে তা ব্যাখ্যা করুন;
- এই যৈষম্য ও নির্যাতন নারী এবং সার্বিক উন্নয়নকে বাঁধাগ্রস্থ তথা স্বাভাবিক ও দুর্যোগকালীন জীবনে নারীকে কিভাকে অধস্তন করছে তা ব্যাখ্যা করুন

ধাপ-৩ ঃ সারাংশ নিরুপণ ও শিখন যাচাই **সময় ঃ ১০ মিনিট**

- অধিবেশনের সারসংক্ষেপ তুলে ধরুন;
- প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা, উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলি লিখিত পোস্টার ও ফ্লিপসীট দেয়ালে লাগিয়ে দিন
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে উদ্বোধনী পর্ব শেষ করুন।

সহায়ক তথ্য

অধিবেশন-২
জেন্ডার সংজ্ঞা নিরুপন ও উন্নয়ন সম্পর্ক

২.১ জেন্ডার ধারণা, উন্নয়ন ও জেন্ডার

জেন্ডার শব্দটি নিয়ে কাজ শুরু করেন সত্তর দশকের একজন সমাজ বিজ্ঞানী এন ওকলে। জেন্ডার বলতে আমরা ছোট বেলা শিখেছি লিঙ্গ, যার ব্যাখা ছিলো জেন্ডার তিন প্রকার যথা পুরুষ, স্ত্রী ও ক্লিব লিঙ্গ। কিন্তু এন ওকলে এই ধারণার বাহিরে গিয়ে আলোচনা করেছেন। যখন আমরা স্ত্রী, পুরুষ ও ক্লিব লিঙ্গ বলি তখন একজন মানুষের শারিরীক ও যৌন পরিচয় সামনে চলে আসে। অন্যদিকে জেন্ডার শব্দটি ব্যবহার করে যা বোঝানো হয়েছে তা হচ্ছে- নারী ও পুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত এবং এটি নারী-পুরুষের এই জৈবিক বৈশিষ্ট্য ভিত্তিকে সামনে নিয়ে। একজন নারী কিংবা পুরুষের জৈবিক কাজ গুলি হচ্ছে প্রাকৃতিক যেমন, সন্তান জন্মদান প্রক্রিয়া, দুগ্ধদান এবং বৈশিষ্ট গুলি সাধারণ চোখে যা দেখতে পাই তা হচ্ছে পুরুষের মুখে দাড়ি গজায় অথচ নারীর তা হয় না। নারীর শরিরে সন্তান জন্মদান থলি থাকে, পুরুষের থাকে না। তাই জেন্ডার পরিভাষাটি এখন আমরা বাংলা ভাষায় ব্যবহার করে থাকি কারন জেন্ডার শব্দটির সরাসরি কোন বাংলা অর্থ নেই যা এন ওকলে বোঝাতে চেয়েছেন। সেই কারনে বলা হয়, *জেন্ডার হচ্ছে নারী-পুরুষের সামাজিক সংজ্ঞা। সেক্স হচ্ছে মানুষের শারিরীক বৈশিষ্টকে বোঝায় যা জৈবিক ও পরিবর্তশীল নয়। অথচ জেন্ডার হচ্ছে নারী-পুরুষের সামাজিক বৈশিষ্ট যা সামাজিক, পারিবারিক, স্থান কাল ভেদে পরিবর্তনশীল।*

সন্তান জন্মদানে নারী-পুরুষের ভুমিকা রয়েছে, সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার পর দুগ্ধদান নারীর প্রকৃতগত ভুমিকা রয়েছে কিন্তু সন্তান লালন-পালন যেমন সন্তানের পরিচর্যা কিন্তু নারী-পুরুষের প্রাকৃতিক কোন ভুমিকা নেই। সমাজ এই কাজটি নারীর উপর আরোপিত করেছে। এছাড়াও পরিবারে রান্না করা, বয়স্ক সদস্যদের সেবা করা, কাপড় ধোয়া, পরিস্কার পরিছন্নতার কাজ গুলি কিন্তু নারী-পুরুষের কোন প্রাকৃতিক দায়িত্ব না, এগুলি যে কেউ করতে পারে কিন্তু সমাজে এই কাজগুলি নারীর জন্য নির্ধারিত। মেয়েরা চুল বড় করবে, ছেলেদের চুল ছোট হবে, অথচ দুজনে চাইলে চুল ছোট বড় রাখতে পারে এবং সমাজে এখন এর অনেক উদহারণ পাওয়া যা। মেয়েরা ঘরে থাকবে কিন্তু ছেলেরা বাহিরে যাবে এগুলি কিন্তু প্রাকৃতিক কোন ভুমিকা না কিন্তু সমাজ তা নির্ধারন করে দিয়েছে। সেই কারণে আমরা নারী বা পুরুষ লিঙ্গ নিয়ে জন্ম নিয়ে সামাজিক প্রক্রিয়ায় সামাজিক নারী ও সামাজিক পুরুষ হিসেবে বড় হতে থাকি এবং আচার আচরণ গুলিও সেই ভাবে করতে থাকি। নারী-পুরুষের প্রাকৃতিক ভুমিকা কিন্তু পরিবর্তনযোগ্য না অথচ সমাজ প্রদত্ত ভুমিকা ও আচরণ গুলি কিন্তু পরিবর্তনযোগ্য। এই পরিবর্তন গুলি শ্রেনী, অর্থনৈতিক অবস্থা, বয়স, বর্ন, স্থান, কাল এবং সংস্কৃতির সাথে সংগঠিত হয়ে থাকে। যেমন আমাদের দেশে পুরুষদের জন্য যে ধরণের ড্রেস প্রচলিত রয়েছে যেমন প্যান্ট, শার্ট ইত্যাদি অথচ পৃথিবীর অনেক দেশে নারীরা প্যান্ট, শার্ট পরিধান করছে নিয়মিতভাবে। পুরুষ চাকুরি করে, ঘরের বাহিরে গিয়ে কাজ করে, আয় করে কারণ তার বাহিরের জগৎ সম্পর্কে ধারণা রয়েছে, বাহিরে যাওয়ার সামাজিক অনুমোতি রয়েছে, বাহিরে গিয়ে সকলের সাথে মেলামেশার সুযোগ রয়েছে। সকল নারী তাহলে কেন বাহিরে গিয়ে কাজ করছে না? প্রাকৃতিক কারণ গুলি কিছু প্রতিবন্ধকতা তৈরীর করলেও মুল কারণ গুলির অন্যতম হচ্ছে সামাজিক ভাবে নারীর জন্য নির্ধারণকৃত ভুমিকা যা পালনের জন্য লেখাপড়া করার চেয়ে রান্না করার দক্ষতা প্রয়োজন, সেবা করার দক্ষতা প্রয়োজন যেটা পরিবার থেকেই পাওয়া যায়। তাই একসময়ে মেয়েদের লেখাপড়ার উপর জোর দেয়া হতো না। এখন দেয়া হলেও প্রাথমিক ধারণার বদল হয় নাই, মনে করা হয় শিক্ষিত মেয়ে হলে সন্তানকে লেখাপড়া করাতে পারবে। যেহেতু নারীকে সামাজিক ভাবে পরিবারের আভ্যন্তরে আমরা দেখতে অভ্যস্থ, তাই নারীর ভূমিকাকে আমরা সব সময় গৃহে মধ্যে দেখতে বেশী পছন্দ করি। এর ফলে নারীরা অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল থাকছে অন্যর উপর। এভাবেই সমাজে নারীর জন্য অধঃস্তন ভুমিকা নির্ধারণ হয়ে যায়।। পাশাপাশি পরিবারের কাজ গুলি যেহেতু উপৎপাদনমুলক নয় কিংবা আর্থিকভাবে মুল্যায়িত না সেই কারণে নারীর পারিবারিক কাজ গুলিকে কাজ হিসেবে গন্য করা হয় না। অথচ নারী কৃষির প্রায় ৬৫ ভাগ কাজ বাড়ির মধ্যে থেকে সম্পাদন করছে অথচ সেগুলিকে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ভাবে উৎপাদনমুলক কাজ হিসেবে গন্য করা হচ্ছে না।

বর্তমান উন্নয়ন-আদর্শ ও কার্যক্রমের উপর জেন্ডার কোন প্রকার আরোপিত বিষয় নয় কিংবা দুর্যোগ বিশ্লেষণ ও ত্রান তৎপরতায় কোন চাপানো বিষয় নয়। এটিকে এই কারণে আলাদা কোন ইস্যু হিসেবে পরিকল্পনা ও কর্মসুচীতে চিহ্নিত করা যাবে না। এটি একটি প্রেক্ষিত, একটি সমস্যা বিশ্লেষনের পথ, মানুষ ও সমাজের বিচার ও ন্যায্যতা নিয়ে আমাদের উপলব্ধি মাত্র। এই উপলব্ধির মাধ্যমে জানা যায় সামাজিক ভাবে নারী কতটুকু এবং কিভাবে অন্যায্যতার শিকার, উন্নয়নের সুফল গুলি থেকে নারী ও কিশোরীরা কিভাবে বঞ্চিত হচ্ছে, রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ গুলি নারী-পুরুষের মধ্যে কিভাবে বন্টন হচ্ছে, আইন ও বিচার ব্যবস্থায় নারী কিভাবে প্রবেশাধিকার পাচ্ছে, পরিবারে ও সম্পদে নারী কিভাবে বঞ্চনা ও বৈষম্যেও শিকার হচ্ছে। একটি পরিবারে ও সমাজে ক্ষমতার পার্থক্য ও ক্ষমতায় প্রয়োগে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণে শ্রেনী, গ্রোত্র, বর্ণ বা ধর্ম কিভাবে প্রভাবিত করে তা দেখতে হলে জেন্ডার বিশ্লেষন ও নিয়ামক গুলি অনেক বেশী কার্যকরী। আমরা সচারচর যা দেখি, একটি ত্রান শিবিরে কিংবা আশ্রয় কেন্দ্রে নারী ও শিশুরাই সাধারণভাবে সংখ্যাগড়িষ্ঠ হয়ে থাকে অথচ আশ্রয় কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ, ত্রান বিতরনে তাদের চেয়ে পুরুদের অগ্রণী ভুমিকা লক্ষ্য করা যায়, ফলে নারীর চাহিদা ও প্রাপ্যতা সঠিকভাবে নির্ধারণ হয় না। এখানে নারীর অগ্রণী ভুমিকা পালনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নারীর সমাজ নির্ধারিত ভুমিকা, যেমন, তাকে সন্তানের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হয়, বয়স্কদের সেবা করতে হয়, খাবার পানির ব্যবস্থা করতে হয়, কিশোরীদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা করতে হয় ফলে তার পক্ষে বাহিরে এসে নেতৃত্ব গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। এক্ষেত্রে পুরুষদের সেই ভাবে সহযোগিতা থাকে না কারণ পুরুষ বাহিরের কাজ গুলি করতে অনেক বেশী স্বাচ্ছন্দ বোধ করে।

নারীর অবস্থা (বস্তুগত পরিস্থিতি যেমন খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ ইত্যাদি) ও পরিবারে এবং সমাজে তার অবস্থান (সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নেতৃত্ব প্রদান ইত্যাদি) দ্বারা কিভাবে সিদ্ধান্ত ও সম্পদের উপর ক্ষমতা, মর্যাদা ও নিয়ন্ত্রণ নির্ধারন হয় সেগুলি নিয়ে জেন্ডারের আলোকে বিশ্লেষণ করার সুযোগ রয়েছে। নারীর ও পুরুষের মৌলিক (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি) ও কৌশলগত (শিক্ষা, জ্ঞান, সিদ্ধান্ত, মর্যাদা ইত্যাদি) চাহিদা গুলিও জেন্ডার বিশ্লেষণে দেখার সুযোগ রয়েছে। এই কারণে মানবিক সমাজ, সহযোগিতাপূর্ন মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ তৈরী, উন্নয়নের ফলাফল বন্টনে ভারসাম্য ও নারী-পুরুষের ন্যায্যতা ভিত্তিক পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে জেন্ডর বিশ্লেষণ ও উপলব্ধি একান্ত প্রয়োজন।

জেন্ডার হলো-

জেন্ডার হলো নারী ও পুরুষের প্রতি আরোপিত, সমাজ-সংস্কৃতি ভিত্তিক, আচার-আচরণগত এবং স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন সমাজ-সংস্কৃতিতে পরিবর্তনীয় সম্পর্ক। আর সেক্স হলো প্রাকৃতিক-শারীরিক, সর্বজনীন, পূর্ব-নির্ধারিত এবং অপরিবর্তনীয়।

সেক্স : জৈব লিঙ্গ	**জেন্ডার : সামাজিক লিঙ্গ**
প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট	সমাজ-সংস্কৃতি থেকে নির্মিত
শারীরিক / জৈবিক	সামাজিক সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক
সার্বজনীন	সমাজ সংস্কৃতি ভেদে ভিন্ন
অপরিবর্তনীয়	পরিবর্তনীয়

অধিবেশন ২.২: নারী-পুরুষের ভুমিকা, সামাজিকীকরন প্রক্রিয়া ও শ্রম বিভাজন

'নারী-পুরুষের ভুমিকা ও শ্রম বিভাজন

সমাজে নারী ও পুরুষের মাঝে শ্রম বিভাজনের মুল প্রভাব সৃষ্টি হয় নারী ও পুরুষের ভূমিকা ও অবস্থান নির্ধারণের উপর। যেহেতু জৈবিক কারণে নারী সন্তান জন্মদান করছে ফলে নারীর ভুমিকাকে সামাজিক ও পারিবারিকভাবে গৃহস্থালী পর্যায়ে নির্ধারন করা হয়েছে। অন্যদিকে পুরুষ ঐতিহাসিক বিবর্তনের কারণে কৃষি, অন্যান্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে তাই উৎপাদনমুলক কাজ গুলিকে পুরুষের জন্য নির্ধারন করা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে সামাজিক প্রথা, নিয়ম তৈরির মাধ্যমে নারী ও পুরুষের মধ্যে এক ধরনের শ্রমবিভাজন তৈরি হয়েছে। এরফলে, নারী এক ধরনের কাজের দায়িত্ব পায় আর পুরুষের দায়িত্ব থাকে আরেক ধরনের কাজের। অথচ নারী ও পুরুষ মিলিতভাবে যেসব কাজ করে তার মধ্যে রয়েছে-

ক) উৎপাদনমূলক কাজঃ সেইসব কাজ যা জীবিকা নির্বাহের জন্য বা বিক্রয়ের জন্য সেবা বা সামগ্রী উৎপাদন করে থাকে। যেমন- চাষাবাদ, পশুপালন, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি বা দিনমজুরি। জীবিকা নির্বাহের জন্য এগুলো করতে হয়।

খ) পুনরুৎপাদনমূলক কাজঃ সেইসব কাজ যা উৎপাদনমূলক কাজকে নিরবিচ্ছিন্ন রাখার জন্য দরকার হয়। যেমন, সন্তান লালন-পালন, গৃহস্থালী কাজ ও শিশু, রোগী ও বয়স্কদের সেবাযত্ন।

গ) সামাজিক কাজঃ সমাজ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য যেসব কাজ করতে হয় । যেমন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা, বিভিন্ন সামজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া। সমাজ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য এই কাজগুলো করতে হয়।

যদিও নারী এই তিন ধরণের কাজে অংশ নিয়ে থাকে, তবুও সামাজিকভাবে উৎপাদনমূলক বা আয়-রোজগারের কাজটা নারীর কাজ বলে মনে করা হয় না। প্রথাগতভাবে ধরে নেওয়া হয় যে পুরুষ আয়-রোজগার করবে আর নারী করবে ঘরের কাজ।

নারী ও পুরুষের ধারা বিশ্লেষণ-টুল

কাজ ও আচরণ	০ থেকে ৫ বছর	৬ থেকে ১০ বছর	১১ থেকে ১৫ বছর	১৬ থেকে------

সামাজিকীকরণ ও শ্রম বিভাজন

- সামাজিক প্রথা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে নারী ও পুরুষের মাঝে বিদ্যমান শ্রম বিভাজন জোরদার হয়।
    - ধরে নেয়া হয় যে, বিয়ে করা ও সন্তান জন্ম দেওয়া ও লালন-পালন করা হল নারীর কাজ; আর পরিবারের জন্য অর্থের যোগান দেওয়া হলো পুরুষের কাজ।

- সাধারণত পুরুষেরা সিদ্ধান্ত নেয়, আর নারীরা তা অনুসরণ করে। এটিই নারী-পুরুষের শ্রমবিভাজনের মুল ভিত্তি।

- শিশুকাল থেকেই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া নারীর প্রতি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিকে উৎসাহিত করে।
  - ছেলেশিশু ও মেয়েশিশুকে শিশুকাল থেকেই ভিন্ন ধরণের খেলায় উৎসাহ দেওয়া হয়;
  - মেয়েশিশুরা ঘরের বাইরে যেতে পারে না। তারা তাদের মতামত দৃঢ়ভাবে প্রকাশের সহায়ক পরিবেশ তারা পায়না;
- মনে করা হয় যে, নারীর কাজের তেমন কোন অর্থনৈতিক মূল্য নেই।
  - এই ধারণা থেকে নারীকে পুরুষের বোঝা মনে করা হয়। পরিবারে ও সমাজে নারীর অবস্থান পুরুষের অধস্তন এমন ধারণা এর থেকেই সৃষ্ট;
  - এই পরিপেক্ষিতে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা মতপ্রকাশের ক্ষমতা আর থাকে না,

ছেলে ও মেয়ের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

- কন্যা শিশু জীবন রক্ষাকারী দক্ষতা, যেমন- সাঁতার কাটা, গাছে চড়ার দক্ষতা অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, কারন তাদের বাহিরে যাওয়ার পারিবারিক অনুমোদন থাকে না। অথচ ছেলেদেও ক্ষেত্রে সেই বিধি নিষেধ নেই।
- পোষাকে ভিন্নতা তৈরী করা হয় শিশু কাল থেকেই, কারন মেয়েদের শরীরকে সব সময় ঢিলে ঢালা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হয় অথচ ছেলেদের সেই নিয়ম থাকে না ফলে ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী স্বাচ্ছন্দে চলা ফেরা করতে পারে।
- সামাজিক প্রথা ও সংস্কৃতির কারনে চলাফেরার গন্ডি কম থাকায় নারীর সেবা গ্রহণের সুযোগ ও সম্পদের মালিকানা কমে আসে। ছেলে
- সামাজিকীকরন প্রক্রিয়া তথ্যে নারীর প্রবেশগম্যতা সীমিত করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণকে বাধা দেয়। তথ্যে প্রবেশ না থাকায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ কঠিন হয়ে পড়ে

অধিবেশন ২.৩: নারী ও পুরুষের ক্ষমতার বিন্যাস, উৎস ও অধিগম্যতা

ক্ষমতা কি?

ক্ষমতা শব্দটি সমার্থক অর্থ হচ্ছে শক্তি, সামর্থ্য বা দক্ষতা যা প্রতিপক্ষকে নিয়ন্ত্রণ, প্রভাবিত, অধঃস্থন রাখতে বা করতে সক্ষম হয়। ক্ষমতা হচ্ছে আপেক্ষিক বা তুলনামুলক একটি বিষয়, প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ ক্ষমতা রয়েছে তবে তার প্রয়োগ নির্ভর করছে প্রতিপক্ষের উপর তা কতটুকু প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। ক্ষমতা স্বয়ক্রিয়ভাবে তৈরী হয় না, ক্ষমতা সময়, পরিবেশ, সুযোগ, সহযোগিতা ও সমর্থন থেকে অর্জন করতে হয়। অতিরিক্ত ক্ষমতা ও ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা একজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে অনেক বেশী আগ্রাসী করতে পারে যা সমাজে বৈষম্য তৈরী করে। সমাজে শোষিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য পারিবারিক ও সামাজিকভাবে ক্ষমতার ভারসাম্যতা তৈরী করার প্রক্রিয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। এই কারনে গণতান্ত্রিক পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্র কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা

আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় বিশেষ করে সামাজিক ও পারিবারিক উন্নয়নে ক্ষমতার বিন্যাস অত্যন্ত প্রয়োজন।

ক্ষমতার উৎস গুলি কি কি?

ক্ষমতা অর্জনের অনেক গুলি উৎস রয়েছে যেখান থেকে নারী কিংবা পুরুষ নিজের সামর্থ ও অনুকুল পরিবেশ অনুসারে ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষয় হয় এবং পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রর নিয়ম নীতি, বিধি বিধান, মূল্যবোধ গুলি নিজেদের স্বপক্ষে আসতে প্রয়াস গ্রহন করে। ক্ষমতার উৎস গুলির অন্যতম হচ্ছে, শিক্ষা, ঘরের বাহিরে চলা ফেরা করার স্বাধীনতা, হাট-বাজারে যাওয়া, উত্তরাধিকার, সম্পদের মালিকানা, জন সমর্থসন ইত্যাদি। প্রশ্ন হচ্ছে এই উৎস গুলিতে নারী ও পুরুষের প্রবেশাধিকার কার কতটুকু রয়েছে। যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, নারী শিক্ষায় বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষায় অংশ গ্রহণ কম, অংশগ্রহণ থাকলেও শিক্ষা থেকে অর্জিত জ্ঞান ব্যবহারের স্বাধীনতা নেই, সেই ভাবে পিতা-মাতার উত্তরাধিকার থেকে প্রাপ্ত সম্পদে মালিকানা নেই, স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করার ক্ষেত্রে নারীর অনেক বেশী বাধা, নিরাপত্তার অভাব, নারীর নেতৃত্বর প্রতি জনসমর্থন নেই সেই ভাবে তাই নারী পারিবারিক ও সামাজিকভাবে ক্ষমতায়িত হতে পারছে না এবং নারীকে পর-নির্ভর ও অধস্তন জীবনকে মেনে নিতে হচ্ছে। এভাবে পারিবারে ও সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য তৈরী হচ্ছে।

অধিবেশন ২.৪: নারীর প্রতি সংহিংসতা ও নির্যাতনের কারন, ধরন ও প্রভাব

নারীর প্রতি সহিংসতা কি?

বিশ্বজুড়ে সহিংসতার যে সংজ্ঞা গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে সেটি হচ্ছে নারীর প্রতি এমন আচরণ যার ফলে নারীর শারীরিক, লৈঙ্গিক কিংবা মানসিক ক্ষতি কিংবা যন্ত্রণা হয় বা হওয়ার সম্ভবনা থাকে। এ ধরনের আচরণের মধ্যে থাকতে পারে হুমকি প্রদান, দমননীতির মাধ্যমে শাসন, নারীর স্বাধীনতায় বাধা দেওয়া, সেটি ঘরের ভিতরে ব্যক্তি জীবনে হোক বা ঘরের বাহিরে গণজীবন হোক না কেন সবই নারী নির্যাতনের পর্যায়ে পড়বে।

নারীর প্রতি সহিংস আচরণকারী ব্যক্তিকে তার অপরাধের জন্য দায়ী করা উচিত তবে এই সহিংস আচরণ তার জন্মগত নয় বরং দেখে শেখা। এ ধরনের আচরণ শেখার পেছনে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী, মুল্যবোধ, বিশ্বাস ও অনুশীলন সমুহ যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। পরিবার ও গোষ্ঠীর মত সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্র ব্যাক্তি আচরণকে হয় বিধিবিধানের নামে নয়তো সহিংস কর্তৃত্বমূলক আচরণের প্রতি ছাড় হিসেবে সরব নয়তো নিরব সমর্থন দিয়ে থাকে। দ. এশিয়ায় এমনো দেখা গেছে পারিবারিক সহিংসতা শুধুমাত্র পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি পরিবারের বাইরের একাধিক ব্যক্তি এতে অংশ নিয়েছে। ঠিক একইভাবে যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক সংঘাত, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের লড়াই এবং জাতভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রেও নারীদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়।

নির্যাতন বা সহিংতার কারণ গুলি কি?

নারীর প্রতি সহিংসতার নানা ধরনের কারন রয়েছে যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আমাদের সমাজ বিশ্বাস করে নারী দূর্বল, অধস্থন, নির্ভরশীল, জ্ঞান-বুদ্ধি কম বিধায় তাদের নিয়ন্ত্রনের মধ্যে রাখতে হবে। নিয়ন্ত্রনের সর্বোচ্চ উপায় হচ্ছে নারীর প্রতি নির্যাতন। আসলে নারীর প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতা হচ্ছে নারী-পুরুষের মধ্যে ক্ষমতার বৈষম্য ও নারীর চাহিদা ও অধিকারকে নিয়ন্ত্রনের এক ধরনের বহিঃপ্রকাশ। এই কারনে সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতা সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে নিম্নের ৪ টি বিষয় আমাদের সঠিক বিশ্লেষণ থাকতে হবে,

১. নারীর প্রতি সহিংসতাকে বা নির্যাতনকে সমাজ ও পরিবার পুরুষের স্বাভাবিক আচরণ হিসেবে গন্য করে,
২. পরিবার, গোষ্ঠী ও সমাজের প্রত্যেকটি অংশ বিষয়টিকে গ্রহনযোগ্য করার জন্য পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে অনেক গুলি নিয়মনীতি ও মূল্যবোধ তৈরী করেছেন যা আমরা মেনে চলি,
৩. যেহেতু সামাজিকভাবে জেন্ডার বৈষম্য ও নির্যাতন গ্রহনযোগ্য বিধায় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনেক আইন কাঠামো তৈরী হয়েছে যা জেন্ডার বৈষম্য ও নারী নির্যাতনের ঘঁন গুলিকে সহনীয় করছে,
৪. 'নারীর প্রতি সহিংসতা বা নির্যাতনের পক্ষে পরিবার ও সমাজ অনেক গুলি যুক্তি উপস্থাপন করে যেমন দারিদ্রতা কিংবা মাদকাসক্তর কারনে নারী নির্যাতনের শিকার কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে সবল পরিবার কিংবা ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা পরিবার গুলিতেও নারীর প্রতি সহিংসতা বিদ্যমান।

নারী প্রতি সহিংতা ও নির্যাতনের ধরণঃ

বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, নারীদের ক্ষেত্রে তাদেরই চেনাজানা পুরুষদের দ্বারা সহিংসতার শিকার হবার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। যত সংখ্যক বালিকা ও নারী শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয় তার প্রায় ৪০-৮০% ঘটে পারিবারিক সদস্যদের দ্বারা, তা সে ঘরের ভেতর কিংবা বাইরে যেখানেই ঘটুক না কেন। অনেকে এক্ষেত্রে পারিবারিক সহিংসতার চেয়ে ঘরোয়া সহিংসতা পরিভাষাটি ব্যবহার করতে বেশি পছন্দ করেন, কেননা এটা অনেক বড় সম্পর্কের সীমাকে নির্দেশ করে, শুধুমাত্র ঘণিষ্ঠ সঙ্গীকেই নয়। যেহেতু নারী ঘরে কিংবা বাহিরে নিরাপদ নয়, কম বা বেশী বয়সের নারীও বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার এই কারনে নারী প্রতি নির্যাতনের প্রকার ভেদ করা কষ্টসাধ্য। নারীর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন ও সহিংতার ধরন গুলি বিশ্লেষন করলে নিম্নের ৪ ধরনের নির্যাতন পরিলক্ষিত হয়,

ক) শারীরিক নির্যাতন, যার আওতায় পড়ে স্ত্রী নিগ্রহ
খ) ঘণিষ্ট সম্পর্কের ভেতরেই যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণ, এখানে বৈবাহিক সম্পর্কজনিত ধর্ষণও অন্তর্ভুক্ত
গ) মানসিক নির্যাতন, যা নারীকে শারিরীক ভাবে নিগ্রহ না করে নারীর মর্যাদায় আঘাত করা
ঘ) অর্থনৈতিক নির্যাতন, যা নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বি হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা।

উপরোক্ত নির্যাতনের ধরণ গুলি যেহেতু পরিবারের স্বাভাবিক জীবন ঘটছে সেহেতু দূর্যোগকালীন নারীর প্রতি সহিংসতা বা নির্যাতন কমবে এমনটি বরঞ্চ দুর্যোগকে কেন্দ্র করে অনেক ক্ষেত্রে নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যা।

নির্যাতনের প্রভাবঃ

নারীর প্রতি নির্যাতন বা সহিংতার ফলে শুধুমাত্র নারী ক্ষতিগ্রস্থ হয় এমনটি নয়, এই আচরনের ফলে পুরো পরিবারটি মানসিক, অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়। যেহেতু নারী-পুরুষের চলমান পারিবারিক ভুমিকায় নারী পরিবারের সেবা, উৎপাদন ও পুর্নউৎপাদন মুলক কাজে ৯০ ভাগ অবদান রাখছে (যদিও তা পারিবারিক ও সামাজিকভাবে স্বীকৃত নয়) সেই অবদান গুলি অনেক বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় স্থবিরতা তৈরী হয়। সম্পর্কের এই ধরনের অবমূল্যায়ণ দূর্যোগ মোকাবেলায় নারী-পুরুষ উভয়ের সমান অবদান রাখতে পারে না বিধায় পরিবারটি অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়। তবে পরিবারে নারীর প্রতি সহিংতা বা নির্যাতনের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয় পরিবার শিশু সন্তান। অনেক সময় দেখা যায়, শিশুরা লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়, নেশাগ্রস্থতায় অভ্যস্থ হয়ে উঠে, হিংস্রতা শিশুর ব্যক্তি আচরনে অনুপ্রবেশ ঘটে, কিশোর ছেলে কিংবা মেয়েরা অনেক সময় অপরাধমুলক কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে যায়। সেই কারণে বলা হয়, নারীর প্রতি নির্যাতন শুধু নারীকে নয় সম্পূর্ন পরিবারকে সার্ব্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করছে।

অধিবেশন- ০৩

দুর্যোগ ও দুর্যোগে নারীর ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবে;

৩.১. দূর্যোগে নারী, কিশোরী শিশুর, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা বিশ্লেষন

৩.২. জলাবায়ূর প্রভাব, রেজিলিয়েন্স ধারনা

৩.৩. দুর্যোগ মোকাবেলায় নারীর অবস্থা, অবস্থান ও সক্ষমতা বিশ্লেষণ

মোট সময়: ২ঘন্টা

ধাপ	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
০১	দূর্যোগে নারী, কিশোরী শিশুর, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ	**প্রশ্ন-উত্তর প্রদর্শন ও আলোচনা**	**দুর্যোগ, ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতার ধারণা লিখিত ছবি যুক্ত পোষ্টার**	**৩০ মিনিট**
০২	জলাবায়ূর প্রভাব, রেজিলিয়েন্স এর ধারনা	**প্রদর্শন ও আলোচনা**	**জলবায়ু পরিবর্তন, রেজিলিয়েন্সের ধারণা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এর গুরুত্ব**	**৪০ মিনিট**
০৩	দুর্যোগ মোকাবেলায় নারীর অবস্থা, অবস্থান ও সক্ষমতা বিশ্লেষণ	**স্টেপিং ফরোয়ার্ড গেম, আলোচনা ও প্রদর্শন**	**গেম এর নির্দেশনা, দুর্যোগে নারীর ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা বিষয়ক পোস্টার**	**৪৫ মিনিট**
০৬	**অধিবেশনের সারসংক্ষেপ ও শিখন যাচাই**	**প্রশ্ন উত্তর, আলোচনা**	**বোর্ড, মার্কার**	**০৫ মিনিট**

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

ধাপ- ১: জেন্ডার বিবেচনায় দুর্যোগ, ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতার ধারণা **৩০ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীদের অধিবেশনে আমন্ত্রণ জানিয়ে ও অধিবেশনের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বলুন;
- দুর্যোগ, ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা বলতে কি? প্রশ্নগুলো পর্যায়ক্রমে একটি একটি করে প্রথমে এ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ২/৪ জনের ধারণা সংগ্রহ করুন;
- এরপর বিষয়গুলোর ধারণা লিখিত ছবি যুক্ত পোস্টার/স্লাইড একে একে প্রদর্শন করে অংশগ্রহণকারীদের ধারণার সাথে মিলিয়ে দুর্যোগ, ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করুন।

- এবারে, ইচ্ছুক ১০ জন অংশগ্রহণকারীকে খেলার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং সহায়ক তথ্য অনুযায়ী "স্টেপিং ফরোয়ার্ড" খেলার গাইড লাইন অনুসরণ করে খেলাটি পরিচালনা করুন;
- খেলা শেষে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে খেলার শিখন পর্যালোচনা করে নারী, শিশু, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের দুর্যোগে সর্বাপেক্ষা ঝুঁকি ও বিপদাপন্ন ও সক্ষমতা

- দুর্যোগে নারীর ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা সর্ম্পকিত বাস্তব ঘটনা থাকলে তা অংশগ্রহনকারীদের সাথে বিনিময় করুন এবং অংশগ্রহনকারীদের জানা অনুরূপ বাস্তব ঘটনা থাকলে তা অন্যদের সাথে বিনিময় করার জন্য অনুরোধ করুন;

- এরপর মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন দুর্যোগ পূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী নারীর ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা সক্ষমতাসমূহ ব্যাখ্যা করুন।
- স্থানীয় পর্যায়ের দুর্যোগ যেমন- বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খরা, এসব আপদের কারণে বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকিসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

ধাপ- ২: জলবায়ু পরিবর্তন, জেন্ডার রেসপন্সিভ রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ধারণা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এর গুরুত্ব **৪০ মিনিট**

- জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব সম্পর্কে প্রশ্ন করে প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা সংগ্রহ করুন এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব লিখিত পোস্টার (সম্ভব হলে ছবি যুক্ত) প্রদর্শন করে বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা দিন;
- সহায়ক তথ্যের আলোকে রেজিলিয়েন্স সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দিন;
- অংশগ্রহনকারীগণের কাছে ধারণাটি স্পষ্ট হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত হতে প্রয়োজনে প্রশ্ন করুন
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় জলবায়ু পরিবর্তন ও রেজিলিয়েন্সের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করুন;

ধাপ- ৩: দুর্যোগ মোকাবেলায় নারী পুরুষের অবস্থা, অবস্থান ও সক্ষমতা বিশ্লেষণ **৪৫ মিনিট**

- প্রথমে সহায়ক তথ্যের আলোকে অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের স্বচ্ছ ধারণা দিন;
- এরপর অংশগ্রহণকারীদের দুটি দলে ভাগ করুন এবং একটি দলকে নিজেদের মধ্যে অলোচনা করে দুর্যোগ মোকাবেলায় নারীর অবস্থা ও অবস্থান এবং অপর দলকে পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান নির্ণয় করতে বলুন: নিজেদের মধ্যে আলোচনা তা উপস্থাপন প্রস্তুতির জন্য ১৫ মিটিট সময় দিন;
- নির্দেশনায় বলুন, এটি নারী পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান বিশ্লেষণের প্রতিযোগিতা নয় বাস্তবে যা দেখি এখানে তাই তুলে ধরতে হবে;
- প্রস্তুতি শেষে দুটিকে পর্যায়ক্রমে তাদের বিষয় উপস্থাপন করতে বলুন;
- অংশগ্রহণকারীদের উপস্থাপন কালে তাদের উপস্থাপিত বিষয়ের উপর প্রশ্ন করে অবস্থা ও অবস্থানগুলো পরিষ্কার করতে সহায়তা করুন অথবা উপস্থাপিত বিষয়ের কোন অংশটুকু অবস্থা আর কোন অংশটুকুকে অবস্থান হিসেবে অবিহিত করবো তা ধরিয়ে দিন;
- উভয় দলের উপস্থাপন শেষে সহায়ত তথ্যের আলোকে দুর্যোগ মোকাবেলায় নারী পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারনা আলো স্বচ্ছ করুন।

ধাপ- ৪: অধিবেশনের সারসংক্ষেপ নিরূপণ ও শিখন যাচাই **০৫ মিনিট**

- অধিবেশনের সার সংক্ষেপ করুন;
- আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রশ্ন করে অংশগ্রহণকারীরা কি শিখেছে তা যাচাই করুন;
- অধিবেশনের শিক্ষাসমূহ সুনির্দিষ্ট করুন;
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আধিবেশন শেষ করুন

অধিবেশন- ০৩
দুর্যোগ ও দুর্যোগে নারীর ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা

০৩.০১

স্টেপিং ফরোয়ার্ড খেলার নির্দেশনা

"ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া খেলা" গাইডলাইন

- খেলাটি পরিচালনার জন্য উৎসাহী ১০ জন অংশগ্রহণকারী নির্বাচন করুন;
- নির্বাচিত ১০ জন অংশগ্রহণকারীকে পাশাপাশি এক সারিতে দাঁড়াতে অনুরোধ করুন;
- প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে কাল্পনিক পরিচয় সম্বলিত লিখিত স্লিপ বিতরণ করুন। স্লিপ বিতরণের পূর্বে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের পাওয়া স্লিপে বর্ণিত পরিচয় যতক্ষন পর্যন্ত সহায়ক জিজ্ঞাসা না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত যেন গোপন রাখে সে বিষয়ে বিশেষভাবে অবগত করুন; কাল্পনিক পরিচয়গুলো নিম্নরূপ:
  - কলেজের ছাত্র;
  - অসহায় বয়স্ক ব্যক্তি;
  - শিক্ষিকা;
  - চেয়ারম্যান;
  - মহিলা মেম্বার;
  - প্রতিবন্ধী ব্যক্তি;
  - গর্ভবতী নারী ;
  - অসহায় বিধবা নারী;
  - সংস্থার কর্মী;
  - শিশু।
- এবারে অংশগ্রহণকারীদের এক এক করে নিচের প্রশ্নগুলো করুন। কাল্পনিক পরিচয় অনুযায়ী যে সব অংশগ্রহণকারী প্রশ্নের উত্তর "হ্যাঁ" সূচক মনে করবেন তাদেরকে একধাপ করে এগিয়ে যেতে অনুরোধ করুন। যেসব অংশগ্রহণকারী প্রশ্নের উত্তর "না" সূচক মনে করবেন তাদেরকে নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে অনুরোধ করুন।

প্রশ্ন:

- সমাজে সবাই আপনাকে মর্যাদা ও সম্মানের চোখে দেখে?
- দুর্যোগ ঝুঁকি কমানোর জন্য কি ধরনের পদক্ষেপ নেয়া উচিত সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ নেয়া হয়?
- আপনি কি আয়-রোজগারমূলক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত?
- দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণে বা আলোচনা সভায় আপনাকে কি আমন্ত্রণ জানানো হয়?
- আপনি কি দুর্যোগ সতর্ক সংকেত পেয়ে থাকেন?
- দুর্যোগ সময়কালে আপনি কি আপনার নিজের সিদ্ধান্তে এবং কারো সহযোগিতা ছাড়াই আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে পারেন?
- আশ্রয়কেন্দ্রে আপনার বিশেষ সমস্যাসমূহ বিবেচনা করে আপনার জন্য কি কোনো বিশেষ সহায়তা দেয়া হয়?
- ত্রাণ কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে আপনি নিজে কি ত্রাণ গ্রহণে সক্ষম?
- আপনার বিশেষ চাহিদা অনুযায়ী আপনাকে কি ত্রাণ সামগ্রী দেয়া হয়?
- "আপনারও অনেক কিছু করার ক্ষমতা আছে"- এভাবে অন্যরা আপনার সম্পর্কে ভাবে কি?

- খেলা শেষে সবচেয়ে এগিয়ে যাওয়া এবং পিছিয়ে পড়া অংশগ্রহণকারীদের কাল্পনিক পরিচয়গুলো জানুন;

- খেলা শেষে যারা এগিয়ে গিয়েছে তারা কেন এগিয়ে গিয়েছে এবং যারা পিছিয়ে পড়েছে তারা কেন পিছিয়ে পড়েছে সে সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলো জানুন;

দুযোগ পূর্ব, চলাকাল ও পরবর্তী কালে নারী, শিশু, কিশোরীদের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা

দুর্যোগের আগে বিপদাপন্নতা

- দুর্যোগ ভেদে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও করণীয় সম্পর্কে জানার সুযোগ না থাকা
- আপদকালীন/প্রস্তুতি বিষয়ক পরিকল্পনায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ কম থাকা
- পুরুষদের জীবন রক্ষার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া
- দুর্যোগের সতর্কতা বার্তা সম্পর্কে অজ্ঞতা
- নারী বান্ধব সতর্ক বার্তা প্রদানর ব্যবস্থা না থাকা
- অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতা
- গৃহস্থালীর সম্পদ ও পরিবারের সদস্যদের প্রতি অধিক নজর দেয়ার কারণে নিজের জীবন বিপন্ন হয়
- সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত
- ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো নিয়ে নারীরাই বেশী ব্যস্ত থাকে
- কুসংস্কারে বিশ্বাসী
- আয়মূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ কম ও নারীর হাতে অর্থ থাকা

দুর্যোগ চলাকালে বিপদাপন্নতা

- সিদ্ধান্ত গ্রহণে পুরুষের উপর নির্ভরশীল
- আশ্রয়কেন্দ্রে নারীদের (গর্ভবতী ও প্রসুতী) প্রবেশগম্যতা উপযোগী নয়
- দুর্যোগকালীন সময়েও পরিবারের সদস্যদের খাদ্য নিশ্চিত করতে হয়
- নারীদের বিশেষ চাহিদাগুলো জানা হয় না
- নারীদের উপযোগী পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা না থাকা
- পরিবারের শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী সদস্যদের নিরাপত্তার বিষয়ে খেয়াল রাখা
- নিজের অসুস্থতা
- সাহায্যকারীর অভাব
- পারিবারিক সম্পদ রক্ষায় ব্যস্ত থাকে
- আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপত্তার অভাব
- আশ্রয়কেন্দ্রে গর্ভবতীদের জন্য কোন ব্যবস্থা থাকে না

দুর্যোগ পরবর্তীতে বিপদাপন্নতা

- নারীদের জন্য স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন আলাদাভাবে ব্যবস্থা না থাকা
- নিজেদের প্রয়োজনীয়তা না ভেবে অন্যদের নিয়ে ব্যস্ত থাকা
- পরিবারের চাহিদা মেটাতে গিয়ে বাড়তি চাপ উপলব্ধি করা
- ত্রাণ কার্যে নারী উপেক্ষিত
- চিকিৎসা ক্ষেত্রে নারীকে অবহেলা করা

দুর্যোগে নারী, কিশোরীদের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা

- দুর্যোগে যে জীবনহানী ঘটে তাদেও অধিকাংশই নারী
- দুর্যোগে নারী গৃহস্থালী সামগ্রী হারায়
- খাদ্য, জ্বালানী পানি সংকটে পড়ে এবং নারীর কাজের চাপ বৃদ্ধি পায়
- সেবা কার্যক্রম থেকে বেশী বঞ্চিত হয়
- পারিবারিক বস্তুগত ও মাসসিকসহ সকল সংকট নারীর ঘাড়ে পড়ে
- সেবামূলক কাজে নারীর চাহিদা গুরুত্ব পায় না
- ইারী নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয় এবং তার চিকিৎসার বিসয়টি গুরুত্ব পায় না
- টয়লেটের সমস্যায় পড়ে

নারীর সক্ষমতা

আমাদের দেশের নারীদের দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলায় সক্ষমতার বিষয়টি বহুভাবেই প্রমাণিত। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলদেশের যে সাফল্য তার পেছনে রয়েছে নারীর অবদান। নারী তার শক্তি, সামর্থ ও আন্তরিকতা দিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় পুরুষদের চাইতে অনেক বেশী অবদান রেখে চলেছে। নিম্নে নারীর সক্ষমতার কয়েকটি ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করা হলো-

- পারিবারিক সংকট মোকাবেলা করে
- দুর্যোগে বাড়তি কাজের চাপ সামলায়
- সবার সেবায় কাজ করে
- খাদ্য, পানি, জ্বালানীর সংস্থান করে
- দুর্যোগের বিষয়টি পূর্বেই বিবেচনা করতে পারে এবং প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে

৩.২. জলবায়ু,জলবায়ু পরিবতন ও রেজিলিয়েন্সের ধারণা

জলবায়ুঃ

জলবায়ু হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট এলাকার দীর্ঘ মেয়াদে বা ২০/৩০ বছরের আবহাওয়ার (তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বায়ু প্রবাহ, ইত্যাদি) গড় অবস্থা।

জলবায়ু পবিরর্তনঃ

জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে প্রধানতঃ কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের দীর্ঘ সময়ের জলবায়ুগত অবস্থার পরিবর্তন। মূলতঃ তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ:

জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ ধরা হয় বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড ও গ্রিন হাউস গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধি। বায়ুমন্ডলে কার্বন বাড়ছে, আমরা যতো বেশী বিলাস বহুস ও স্বাচ্ছন্দময় জীবন যাপনে আগ্রহী হচ্ছি ততো বেশী কার্বন নিঃসরন হচ্ছে। শিল্পোন্নত দেশ গুলো প্রধানত এর জন্য দায়ী। আর অনুন্নত ও স্বল্প উন্নত দেশগুলোকে এর প্রভাব অধিকমাত্রায়

বোপগ করতে হচ্ছে। উন্নত দেশ গুলির জীবন যাবনের প্রায় ৯৫% শতাংশ নির্ভর করছে বিদ্যুতের উপর, ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ছে এবং ব্যবহার বাড়ছে। নিম্নের ছকে গ্রিন হাউস গ্যাস কি এবং কিভাবে বাড়ছে তা উলেখ করা হলো।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও নারীর উপর প্রভাবঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দুর্যোগের ধরন ও মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন- ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অনাবৃষ্টি, খরা, শৈত্য প্রবাহ ও নদী ভাঙন। দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় নারী ও শিশুরা। এছাড়া আমাদের দুর্যোগ প্রস্তুতি, ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো এখনো নারী বান্ধব হয়ে ওঠেনি ফলে খুব সংগত কারণেই নারীর উপর দুর্যোগের প্রভাব বেশি পরিলক্ষিত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রকৃতি, জীবন ও জীবিকার ক্ষয়ক্ষতি হলে নারীর উপর এর বিরুপ প্রভাব লক্ষণীয় যা নিম্নে উলে-খ করা হলো।

১. জীব বৈচিত্র ও প্রকৃতি: ঘরবাড়ি, পানি সম্পদ ও কৃষি সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার দরুন নারীর উপর এর প্রভাব পড়ে।

২. সামাজিক, জীবন ও জীবিকা : খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা, আয় ও কর্মসংস্থান, পানির স্বল্পতা, স্বাস্থ্য ও পেশাগত পরিবর্তনের ফলে নালরি জীবন যেমন ঝুঁকির মধ্যে পড়ে তেমনি নারীকে অতিরিক্ত কাজের চাপ বহন করতে হয়।।

৩. সমুদ্রের পানি বৃদ্ধির ফলে জোড়ারের সময়ে পানির উচ্চতা বাড়ছে এবং সেই পানির মধ্যে থেকেই নারীকে কাজ করতে হচ্ছে, ফলের নারীর বিপদাপন্নতা বাড়ছে যেমন নারীর চর্ম রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে, গর্ভপাতের পরিসংখ্যান বাড়ছে, হাস-মুরগী পালনে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে যার কারনে নারীর আয়ের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে।

দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ড় হয় শিশু, নারী ও বৃদ্ধরা। মোকাবেলার ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষরা পূর্ববর্তী কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলেও স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে না পারাসহ নারীকে বাস্তবে যে চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় তা উত্তরণের সক্ষমতা এবং অনুকূল পরিবেশ না পেয়ে তারা কোন তাদের পক্ষে কোন ব্যবস্থা নেয় সম্ভব হয়না।

৪.অবকাঠামোগত: অধিবাসীদের স্থানান্ড্র এবং জীবিকার ক্ষতি, উপকূলীয় সম্পদ, বিদ্যুৎ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও যাতায়াত ব্যবস্থার উপর ভয়াবহ প্রভাব পড়ে এর ফলে নারীরা ক্ষতিগ্রস্থ বেশী হয়।

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতার ভিন্নতার কারণে কোন কোন জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি বেশি। বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে বৈষম্য, ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া, প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সহযোগিতার অভাব ইত্যাদির কারণে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের দুর্যোগ ঝুঁকি অন্যদের থেকে বেশি। বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনায় এ ধরনের জনগোষ্ঠীকে দুর্যোগে সর্বাপেক্ষা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনার ভিশন (স্বপ্ন) হলো-এ ধরনের সর্বাপেক্ষা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি, ক্ষতি ও ভোগান্তি সহনীয় মাত্রায় কমিয়ে আনা। এমতাবস্থায়, সকল জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকির বিষয়টিকে বিবেচনায় এনে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের সক্রিয় অংশগ্রহনে বা সম্পৃক্ততায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ,ও মূল্যায়ণই হচ্ছে জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা।

জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা

- বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে সহায়ক হবে;
- নারীর অধিকার মতামত, অংশগ্রহণ,মর্যাদা নিশ্চিত হবে;
- নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে;
- চাহিদা নিরুপণে নারীর মর্যাদাপূর্ণ সুরক্ষার বিষয়টি প্রাধান্য পাবে;
- জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা সম্ভব হবে
- নারীর দুর্যোগ ঝঁকি ও বিপদাপন্নতা হ্রাস পাবে;
- নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে

রেজিলিয়েন্স এর ধারণা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এর গুরুত্ব

রেজিলিয়েন্স বলতে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার সক্ষমতাকে বোঝায়। দুর্যোগ একটি অস্বাভাবিক অবস্থা। দুর্যোগের ফলে মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপন মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়। আয় রোজগার, খাদ্য, বাসস্থান, চলাচল, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, শিক্ষাসহ প্রায় সব কিছুর ক্ষেত্রে ভয়ানক এক অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করে এবং এর প্রভাবে জীবনহানি সহ সকল ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। এই অবস্থায় প্রয়োজন হয় খুব দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার। **এক্ষেত্রে রেজিলিয়েন্স হলো- দুর্যোগ সহনশীলতা, ঝুঁকি ও দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, পরিবর্তিত পরিস্থিতি মোকাবেলা এবং খাপ খাইয়ে চলার মানসিকতা।** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এর গুরুত্ব কতটা তা রেজিলিয়েন্স এর ধারণাটি স্পষ্ট হবার পর দ্বিতীয়বার বলার প্রয়োজন পড়েনা। আমরা যখন দুর্যোগ মোকাবেলা ক্ষেত্রে টেকসই ব্যবস্থাপনার কথা বলি সেক্ষেত্রে রেজিলিয়েন্স এর একটি পূর্ব শর্ত। রেজিলিয়েন্স সুস্থ ও সুন্দর জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করে।

৩.৩ দুর্যোগ মোকাবেলায় নারী -পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান

অবস্থা ঃ সাধারণত আমরা অবস্থা (**Condition**) এবং অবস্থান (**Position**) এই শব্দ দুটিকে প্রায় সমঅর্থে প্রয়োগ করলেও দুটি শব্দের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য রয়েছে। অবস্থা হলো বস্তুগত ব্যাপার, যেমন: খাদ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, আয়, উপার্জন ক্ষমতা ইত্যাদি। অবস্থার উন্নতির অর্থ হল জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। তাই নারীর অবস্থা বলতে বোঝায় নারীর বস্তুগত অবস্থা এবং তার অবস্থার উন্নয়ন বলতে বোঝায় জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

অবস্থান ঃ অন্যদিকে অবস্থান হলো সরাসরি ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রন, অধিকার, পছন্দ, মর্যাদা ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত। কারও অবস্থার উন্নয়ন ঘটলেও অবস্থানের উন্নয়ন নাও ঘটতে পারে। নারীর অবস্থান বলতে তাই বোঝায় সার্বিক ভাবে নারীর মর্যাদার উন্নয়ন। অর্থাৎ তার ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ, অধিকার ইত্যাদি অর্জন। সেজন্য দেখা যায় যে, নারীর অবস্থার উন্নতি অর্থাৎ তার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটলেও অবস্থার উন্নতি ঘটেনি। কেননা একজন স্বচ্ছল পরিবারের নারীর অবস্থা বা জীবনযাত্রার মান তুলনামূলকভাবে ভাল হলেও তার অবস্থান কিন্তু সমাজের আর সব সাধারণ নারীর মতোই অধঃস্তন হতে পারে। আবার একজন শ্রমজীবি দরিদ্র নারীর অবস্থা বা জীবনযাত্রার মান অনেক নীচু হলেও তার অবস্থান একজন উচ্চবিত্ত নারীর চেয়েও উন্নত হতে পারে।

আমরা যদি সুনির্দিষ্টভাবে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর অবস্থা ও অবস্থান দেখতে পাই, তাহলে নারীর প্রতি বৈষম্যের চিত্র স্পষ্ট হবে।

দুর্যোগ মোকাবেলায় নারী পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান

নারী পুরুষের অবস্থা		
নারী		**পুরুষ**
পরিবার	আপদকালীন সঞ্চয় করে, শুকনো খাবার, জ্বালাণী সংগ্রহ, রান্নার কাজ, খাবার পরিবেশন, দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সেবামূলক কাজ করে। অতিরিক্ত কাজের চাপ সহ্য করতে হয়। পুরুষের মতামতের উপর নির্ভর করতে হয়। আশ্রয় কেন্দ্রে যাবার প্রস্তুতিমূলক কাজ করে। গুরুত্বপূর্ন জিনিসপত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে	কখনো প্রস্তুতির কাজে সহায়তা করে, সকলকে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যায়। নিজের মত কাজ করতে পারে।
সমাজ	ত্রাণ ও বিভিন্ন সেবা সামগ্রী সংগ্রহ করে, সেবামূলক কাজে এগিয়ে যায়। এককভাবে সেবা কেন্দ্রে যেতে পারে না	ত্রাণ বিতরণ, মিটিং, সেবা সামগ্রী সংগ্রহে অংশ নেয়। স্বাধীণবাবে চলাচল করতে পারে
রাষ্ট্র	তথ্য, সেবামূলক কাজে অংশগ্রহনের সুযোগ কম	তথ্য ও সেবামূলক কাজে অংমগ্রহণ করতে পারে

নারী পুরুষের অবস্থান		
	নারী	**পুরুষ**
পরিবার	জরুরি অবস্থায় কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারে না। বিভিন্ন কাজের পরিবারের জন্য দায়বদ্ধ থাকে।	জরুরি অবস্থায় সিদ্ধান্ত নিতে পারে। স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারে। দায়বদ্ধতা নেই। নেতৃত্বেও অবস্থানে থাকে। সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারে।
সমাজ	জরুরি অবস্থায় সামজিক কোন উদ্যোগে কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। তথ্য প্রদান, অংশগ্রহণে পুরুষের উপর নির্ভর করতে হয়। সেবা কার্যক্রমে তাদের চাহিদা তুলে ধরতে পারে না।	জরুরি অবস্থায় সামজিক কোন উদ্যোগে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তথ্য, সেবা কাজে অংশ নিতে পারে।
রাষ্ট্র	জরুরি অবস্থায় স্বাধীনভাবে কোন দাবী, চাহিদা, মতামত প্রকাশ করতে পারেনা। বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ কম। সুযোগ থাকলেও এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনা।	জরুরি অবস্থায় স্বাধীনভাবে দাবী, চাহিদা, মতামত প্রকাশ করতে পারে। বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ সুযোগ বেশী পায় কম।। সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

অধিবেশন-০৪

অধিবেশন শিরোনামঃ নেতৃত্ব, নারী নেতৃত্ব এবং দুর্যোগে নারী নেতৃত্ব

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানতে ও বলতে পারবেন

৪.১; নেতৃত্ব, নেতৃত্ব ধরণ ও প্রকারভেদ, কার্যকারীতা

৪.২ নারীবাদী নেতৃত্ব বিকাশে পদক্ষেপ ও পর্যায় সমূহ

৪.৩ ঝুঁকিহ্রাস ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী নেতৃত্বও প্রয়োগিক চ্যালেঞ্জ সমুহ, উত্তরন প্রক্রিয়া

সময় ঃ ২ ঘন্টা

আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
নেতৃত্ব, নেতৃত্ব ধরণ ও প্রকারভেদ, কার্যকারীতা	ডশক্ষা উদ্দীপক খেলা, প্রশ্ন উত্তর ও আলোচনা	খেলার নির্দেশিকা, সুতার বল, একটি প্লাষ্টিকের বোতল, একটি কলম, নেতৃত্ব, নেতৃত্ব ধরণ ও প্রকারভেদ, কার্যকারীতা লিখিত স্লাইড, ফ্লিপ শীট ও মার্কার	৪৫ মিনিট
নারীবাদী নেতৃত্ব বিকাশে পদক্ষেপ ও পর্যায় সমূহ	বিশ্লেষণ, প্রদর্শন আলোচনা	নারীবাদী নেতৃত্ব বিকাশে পদক্ষেপ ও পর্যায় সমূহ লিখিত স্লাইড/পোস্টার, ফ্লিপসীট, মার্কার	৪০ মিনিট
ঝুঁকিহ্রাস ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী নেতৃত্বও প্রয়োগিক চ্যালেঞ্জ সমুহ, উত্তরন প্রক্রিয়া	ছোট দলীয় আলোচনা,		৩০ মিনিট
সারাংশ নিরুপণ ও শিখন যাচাই	প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা	ফ্লিপসীট ও মার্কার	০৫ মিনিট

অধিবেশন পরিচালন প্রক্রিয়া

ধাপ-০১ ঃ নেতৃত্ব, নেতৃত্ব ধরণ ও প্রকারভেদ, কার্যকারীতা — সময় ঃ ৪৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের অধিবেশনে আমন্ত্রণ জানিয়ে ও অধিবেশনের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বলুন;
- আপনার পর্যবেক্ষণ থেকে খেলার জন্য একজন ৫ জন অংশগ্রহণকারীকে নির্বাচন করে খেলার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং সহায়ক তথ্যে সংযুক্ত খেলার গাইড লাইন অনুসরণ করে খেলাটি পরিচালনা করুন;
- খেলাটি শেষে প্রশ্ন করুন এই খেলাটি থেকে আমরা কী জনলাম? খেলাটিতে কে মূখ্য ভূমিকা পালন করলো তার এই ভুমিকাকে আমরা কী বলতে পারি? খেলার সাথে এ ধরনের প্রশ্নগুলো কওে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা জানুন;
- খেলার শিখন পর্যালোচনা এবং এ বিষয়ক স্লাইড/ পোস্টার প্রদর্শন করে নেতৃত্ব সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের স্বচ্ছ ধারণা দিন;

- এরপর অংশগ্রহণকারীদের তিনটি দলে বিভক্ত করুন এবং সহায়ক দল সহায়ক তথ্যে সংযুক্ত ৩টি অভিনয় নির্দেশনা ৩টিকে দলকে পৃথকভাবে প্রদান করে সে অনুযায়ী অভিনয়ের বিষয়বস্তু বুঝিয়ে দিয়ে অভিনয় প্রদর্শনের প্রস্তুতি জন্য ১০ মিনিট সময় দিন;
- বিষয়বস্তু অনুযায়ী অভিনয় প্রস্তুতিতে সহায়তা করুন;
- প্রস্তুতি শেষে অভিনয় প্রদর্শনের আহবান জানান;
- তিনটি দলের অভিনয় শেষে জানতে চান, অভিনয়গুলোতে আমরা কী দেখলাম? এ থেকে আমরা কী ধারণা পেলাম এবং কোন প্রক্রিয়াটি গ্রহন যোগ্য?
- অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনুন এবং অভিনয়গুলোর বৈশিষ্ট্যেও সাথে মিলিয়ে ও সহায়ক তথ্যের আলোকে নেতৃত্বেও ধরনগুলো আলোচনা করুন;
- নেতৃত্বেও কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করুন।

ধাপ-০২ ঃ নারীবাদী নেতৃত্ব বিকাশে পদক্ষেপ ও পর্যায় সমূহ সময় ঃ ৪০ মিনিট

- নারীবাদী নেতৃত্ব বিকাশে কী ধরনর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন প্রশ্নটি করে প্রথমে অংশগ্রহণকারীদেও ধারনা জানুন;
- সহায়ক তথ্যের আলোকে নারীবাদী নেতৃত্ব বিকাশের পদক্ষেপ ও পর্যায় নিয়ে আলোচনা করুন;
- অংশগ্রহণকারীগণ বুঝতে পারছে কিনা তা নিশ্চিত হতে আলোচ্য বিষয় থেকে প্রশ্ন করুন।

ধাপ-০৩ ঃ ঝুঁকিহ্রাস ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী নেতৃত্বও প্রয়োগিক চ্যালেঞ্জ সমুহ, উত্তরন প্রক্রিয়া সময় ঃ ৩০ মিনিট

- সহায়ক তথ্যে সংযুক্ত গল্পটি কোন একজন অংশগ্রহণকারীকে ডেকে প্রথমে নিজের মনে ও পরবর্তী সকলের ইদ্দেশ্যে পাঠ করতে বলুন;
- পাঠ শেষে জানতে চান এই গল্পটিতে আমরা কী দেখলাম এবং এ থেকে আমরা কী ধারণা পেলাম বা জানলাম;
- অংশগ্রহণকারীদের মতামত গ্রহণ শেষে প্রাপ্ত মতামতের সাথে মিলিয়ে নারী নেতৃত্বও প্রয়োগিক চ্যালেঞ্জসমুহ ব্যাখ্যা করুন;
- উত্তরন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ভাবনা ও কৌশলগুলো জানুন এবং এ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দিন।

ধাপ-৪ ঃ সারাংশ নিরুপণ ও শিখন যাচাই সময় ঃ ০৫ মিনিট

- অধিবেশনের সারসংক্ষেপ তুলে ধরুন;
- প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা, উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলি লিখিত পোস্টার ও ফ্লিপসীট দেয়ালে লাগিয়ে দিন
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে উদ্বোধনী পর্ব শেষ করুন।

সহায়ক তথ্য

অধিবেশন ৪
নেতৃত্ব, নারী নেতৃত্ব এবং দুর্যোগে নারী নেতৃত্ব (২ ঘন্টা)

৪.১; নেতৃত্ব, নেতৃত্ব ধরণ ও প্রকারভেদ, কার্যকারীতা

খেলার নির্দেশনা

- পূর্বেই কলমে বাঁধার জন্য ৮/৯ হাতের মত সমমাপের মোটা সুতোর মোটা ৪টি সুতার অংশ তৈরি করুন
- একটি চিকনমত কলমে সুতোগুলো এমনভাবে বাঁধুন যাতে ৪টি অংশের সুতার মাপ একই রকমের হয় এবং চারজন চারপাশ থেকে ও ৪/৫ হাত দূর থেকে ধরতে পারে
- এরপর ৫জন চৌকস অংশগ্রহণকারীকে নির্বাচন করে বৃত্তাকাওে দাঁড়াতে বলুন
- অংশগ্রহণকারীকে বলুন, আপনাদের মাঝখানে একটি বোতল (বোতলটি দেখিয়ে বলুন) রাখা হবে এবং একটি কলমের চারপশে চারটি সুতার অংশ বাঁধা থাকবে, আপনাদের চোখ বাঁধা অবস্থায় চারজন সুতার চারটি অংশ ধরে একজনের পরামর্ম অনুযায়ী বোতলে ফেলতে হবে
- নিজের পর্যবেক্ষণ থেকে অংশগহণকারীদের ভেতর যেয়ে সবচেয়ে চৌকস বলে মনে হবে তাকে পরামর্শ প্রদানের জন্য বলুন এবং বাকি চারজনের চোখ বড় গামছা দিয়ে আলতোভাবে বেঁধে দিন যাতে কিছু দেখা না যায়;
- নির্দেশদানকারীকে এমনভাবে নির্দেশনা দিতে বলুন যাতে অংশগ্রহণকারীরা তাদের নির্দেশমত হাতে ধরা সুতো কম-বেশী, উঁচু -নিচু করে কলমটি বোতলের মুখে প্রবেশ করাতে পারে
- এরপর খেরাটি শুরু করুন এবং খেলা পরিচালনায় সহায়তা করুন।
- খেলা শেষে অধিবেশন পরিচালন প্রক্রিয়ায় বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করুন

নেতৃত্ব কি?

নেতৃত্ব একটা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য লক্ষিত দল/জনগোষ্ঠীকে মানসিক ও সিদ্ধান্তগতভাবে সকলকে একজোট করতে প্রভাবিত করতে সক্ষম। এই বিষয়টি কোন খেতাব, পদবী বা প্রথাগত কর্তৃত্বেও উপর নির্ভরশীল নয়, নেতৃত্ব মানুষের এক ধরনের অর্জিত গুনাবলী যা অর্জনে একজন মানুষকে মানসিক ভাবে প্রস্তত হতে হয়। সাধারন ভাবে আমাদের সমাজ পুরুষ শাসিত বিধায় সমাজের নেতৃত্ব পুরুষ প্রদান করবে এমন ধারনায় আমরা বেশীর ভাগ জনগোষ্ঠী প্রভাবিত। ফলে নারীর নেতৃত্ব প্রদানের বিষয়টি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী সমাজে বিবেচিত হয় না। যেহেতু সমাজে নারী বিভিন্ন কারনে অধিকার, সম্পদ, স্বাধীনতা ভোগ, মতামত প্রকাশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার সেই কারণে নারীর সমস্যা সমাধানে নারীর নেতৃত্ব অতিব প্রয়োজন। বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও দুর্যোগ মোকাবেলায় নারী অনেক বেশী ক্ষয়ক্ষতি সম্মুখিন সেই কারণে নারী নেতৃত্ব, নারীর সমস্যার গভীরে গিয়ে সমাধান নিরুপনে অনেক বেশী ইতিবাচক ভুমিকা রাখতে পারবে।

- দুর্যোগকালে নারী স্বীয় ভূমিকা পরিবর্তনের মাধ্যমে এক ধরনের নেতৃত্ব প্রয়োগ করে যা
    - প্রায়োগিক দক্ষতার উপর নির্ভরশীল
    - সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে মূল্য দেয়

- অন্যের চাহিদা বিবেচনা করে
- পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখে
- অন্যের প্রতি দায়িত্ব পালনে সহায়তা করে।

- নিয়ন্ত্রণ ও স্তরভিত্তিক ক্ষমতা কাঠামো প্রয়োগের বদলে নেতৃত্বকে নারী দেখে বাস্তব বুদ্ধির ব্যবহার ও সবাইকে সাহায্য করার পদ্ধতি হিসাবে।
- নারীর নেতৃত্বের প্রসার জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসুচী আরও ফলপ্রসূ ও টেকসই করে তোলে।
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে নারীর নেতৃত্বের প্রসার করতে হলে জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম ও প্রাতিষ্ঠাণিক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারীর অংশগ্রহণ বিশেষ জরুরি।

নেতৃত্ব ধরণ ও প্রকারভেদ,

ভূমিকা অভিনয় নির্দেশন-১

৬/৭ জন অংশগ্রহণকারী নির্বাচন করতে হবে মিটিং পরিচালনার জন্য। এখানে ১জন সভাপতি থাকবেন। তিনিই সর্বেসর্বা, অনেক ক্ষমতাবান। তিনি ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি বিষয়ে মিটিং পরিচালনা করবেন। আলোচ্য বিষয় তিনি তুলে ধরবেন। কি ধরনের প্রস্তুতি নিতে হবে তিনি নিজেই নির্ধারণ করে দেবেন। অন্যরা মতামত দিলে তিনি তা গ্রহণ করবেন না। সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবেন। নির্দেশ জারী করবেন। সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে মিটিং শেষ করবেন এবং বিদায় নেবেন। অন্যদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা যাবে অর্থাৎ অভিনয়ে একটি কর্তৃত্ববাদী নেতৃত্ব দেখাতে হবে।

ভূমিকা অভিনয় নির্দেশন-২

৬/৭ জন অংশগ্রহণকারী নির্বাচন করতে হবে মিটিং পরিচালনার জন্য। এখানে ১জন সভাপতি থাকবেন। তিনি যথা সময়ে আসবেন। কুশলাদি বিনিময় করবেন। সকলে মিলে দুর্যোগ প্রস্তুতি জন্য আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করবেন। সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নেবেন। সিদ্ধান্ত গুলো পাঠ করবেন, দায়িত্ব বন্টন করবেন। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে মিটিং শেষ করবেন অর্থাৎ গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব বোঝাতে হবে।

ভূমিকা অভিনয় নির্দেশন-৩

এখানে একইভাবে ৬/৭কে দেখা যাবে। আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করা থাকলেও একেক জন একেকভাবে তাদের নিজস্ব বিষয় নিয়ে কথা বরবেন। কোন সমন্বয় নেই। প্রত্যেকে তার মতামতকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। নেতা সেখানে কোন প্রকার সমন্বয় করছেন না, নেতা নিজেকে গৃহিত দায়িত্ব বা কর্তব্য থেকে সড়িয়ে বা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছেন এবং কাজটি ভাল হলেও প্রশাংসা করছেন না আবার ফলপ্রসু না হলে দলের সদস্যদের দায়ী করছেন অর্থাৎ এক ধরনের স্বাধীন সুবিধাবাদী নেতৃত্ব বোঝাতে হবে।

নেতৃত্বর প্রকারভেদঃ

নেতৃত্ব হচ্ছে একজন মানুষের গুনাবলীর সমাহার এবং নেতৃত্ব লক্ষিত জনগোষ্ঠীর নিকট গ্রহনযোগ্য হবে নেতৃত্ব প্রদানের প্রকারভেদের উপর। নেতৃত্ব প্রদানের তিনটি প্রক্রিয়া সাধারনভাবে পরিলক্ষিত হয়, (ক) কর্তৃত্ববাদী নেতৃত্ব, (খ) গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব, (গ) অবাধ স্বাধীনতাপূর্ন নেতৃত্ব। যে নেতৃত্ব এককভাবে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহন করছেন, আদেশ প্রদান স্বাপেক্ষে অনুগামীদের নিকট থেকে তা অনুসরনের প্রতিপালন আশা করছেন এবং পরিবর্তী করনীয় গুলি আলোচনা করছেন না এমন নেতৃত্বকেই আমরা কর্তৃত্বপুর্ন নেতৃত্ব বলতে পারি। এই ধরনের নেতৃত্ব

নারী বা পুরুষ উভয়ই করতে পারেন যদি তিনি অনেক বেশী ক্ষমতার উৎসর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকেন। গনতান্ত্রিক নেতৃত্বও ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সম্মিলিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহন করছেন, সেখানে নেতৃত্ব সহায়কের ভুমিকা পালন করছেন, সকলের উপদেশ শুনছেন, মতামত প্রদানের সুযোগ তৈরী করছেন, ব্যক্তিগত কোন মত চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছেন না, পদ বা ক্ষমতার উপমা প্রদান করছেন না, এছাড়া কাজের ফলাফল ভাল বা খারাপ হলে সকলেই সমান ভাবে দায়িত্ব গ্রহন করছেন। অবাধ বা পূর্ন স্বাধীন নেতৃত্ব হচ্ছে, নেতৃত্ব দলের সকলকেই সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুযোগ দিচ্ছেন, নেতৃত্ব সেখানে কোন প্রকার সমন্বয় করছেন না, নেতৃত্ব নিজেকে গৃহিত দায়িত্ব বা কর্তব্য থেকে সড়িয়ে বা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছেন এবং কাজটি ভাল হলেও প্রশাংসা করছেন না আবার ফলপ্রসু না হলে দলের সদস্যদের দায়ী করছেন।

নেতৃত্বর কার্যকারিতাঃ

নেতৃত্ব যেহেতু একটি প্রক্রিয়া এবং প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনে সম্মিলিত প্রচেষ্টা সেই কারনে নেতৃত্বর সাথে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর আবেগ, ভাল-মন্দ জড়িত থাকে। যেখানে নেতৃত্ব ও অনুগামী সদস্যদের মধ্যে সমন্বয় সঠিকভাবে তৈরী করা হয়েছে, সকলের আবেগ ও ইচ্ছাশক্তি একক ভাবে কাজ করছে সেখানে নেতৃত্ব ইতিবাচক ফলাফল প্রদান করবে। যেহেতু নারী নেতৃত্ব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকিহ্রাসে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অনুসঙ্গ বিধান গণতান্ত্রিক শৈলীর উপর ভিত্তি করে লক্ষ্য অর্জনে নিবেদিতভাবে যে নেতৃত্ব কাজ করবে সেই নেতৃত্বকে নারীবাদী নেতৃত্ব হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই নেতৃত্ব কার্যকরী করতে তখনই হবে যখন সদস্যদের মধ্যে একতা ও একাগ্রতা থাকবে, আন্তঃব্যক্তি সম্পর্ক জোরদার হবে, আলোচনা ও সমালোচনা থাকবে। নারী নেতৃত্ব কার্যকারীতার জন্য প্রয়োজন,

- অভিপ্রায়: নারী নেতৃত্ব নিয়ে সদস্যগন গর্ভবোধ করবেন, এবং নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে নিবেদিত
- অগ্রধিকার: সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সকলের কার্যকরী ভুমিকা থাকবে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তা সম্পন্ন করবেন,
- সিদ্ধান্ত: নেতৃত্ব ও সদস্যগন নিজ নিজ কর্তৃত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহনের সীমা সম্পর্কে জানবেন,
- বিরোধ: দ্বিমতকে বা ভিন্নমতকে উৎসাহিত করবেন তবে সিদ্ধান্ত গ্রহনের পর সকলে তা মেনে চলবেন ইত্যাদি

৪.২: নারীবাদী নেতৃত্ব বিকাশে পদক্ষেপ সমূহ

নারী নেতৃত্ব বিকাশে পদক্ষেপ সমূহঃ

ক) নারীর জন্য সহায়ক পরিবেশ নির্মানে গণসচেতনতাঃ এর জন্য যেসকল বিষয়ে বিদ্যমান ধারণায় পরিবর্তন আনা প্রয়োজন তাহলো-নারীর চলাফেরার উপর বিধিনিষেধ সমূহ বিশ্লেষন, সম্পদের উপর নারীর মালিকানা তৈরী, নারীর শিক্ষায় জোরদার প্রচারাভিযান ও প্রায়োগিক শিক্ষা লাভে পারিবারিক বিধিনিষেধ সমূহ বিবেচনা করা, গৃহস্থালি কাজে পুরুষের অংশগ্রহণ।

খ) জনশিক্ষার মাধ্যমে গণসচেতনতাঃ নিম্নলিখিত বিষয়াদিতে জনশিক্ষার মাধ্যমে আমরা গণসচেতনতা তৈরি করতে পারি যেমন, নারী ও পুরুষের চলাফেরার সমতাভিত্তিক সামাজিক প্রথার প্রচলন, জীবন রক্ষাকারী দক্ষতা যেম সাঁতার কাটা ও গাছে চড়ার মত দক্ষতার বিষয়গুলি জানার ক্ষেত্রে নারী কিংবা কিশোরীদের প্রতি যে সামাজিক বাঁধা তা অপসারণে সচেতনতা, গৃহস্থালী কাজে নারী ও পুরুষের সমতাভিত্তিক অংশগ্রহণে পুরুষদের মধ্যে সচেতনতা, নারীর দৃষ্টভংগি ও কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমকে আরও কার্যকর ও টেকসই করতে সচেতনতা।

গ) দুর্যোগ প্রস্তুতিমুলক দক্ষতা বৃদ্ধির মহড়ার মাধ্যমে নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি যেমন বন্য প্রবন এলাকায় নারীর ও কিশোরীদের নৌকা চালানো, নারীর অংশগ্রহণে ও নেতৃত্বে দুর্যোগ প্রস্তুতি মহড়া, নারীর মাধ্যমে ঝুঁকি বিশ্লেষণ, কর্ম পরিকল্পনা তৈরি ও কার্যক্রম পরিচালনা, প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নারীর দৃষ্টিভঙ্গির মূল্য দেয়া, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনায় নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত হবে।

৪.৩: ঝুঁকিহ্রাস ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী নেতৃত্বর প্রয়োগিক চ্যালেঞ্জ সমুহ, উত্তরন প্রক্রিয়া

গল্প- সালেহার কথা

দুর্যোগ ব্যবস্থা কমিটির একজন সদস্য নারী সালেহা বেগম। এসএসসি পাশ করারপর স্বামীর সংসার শুরু হয় তার। ইচ্ছে ছিল পড়ালেখা করে চাকরি করবে। বিয়ে হয়ে যাবার পর তার সে সাধ পূরণ হলো না। একদিন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য পদে যোগদানের জন্য সুযোগ এলো। সে স্বামীকে বিষয়টি বললে তার স্বামী কোনভাবেই রাজী হচ্ছিলো না। কি দরকার ঝামেলায় যেয়ে, ভালোইতো আছ, ইত্যাদি বলে তাকে নিবৃত করার চেষ্টা করে। কিন্তু এক সময় সালেহা জেদ ধরলে বাধ্য হয়ে রাজী হয় স্বামী। কিন্তু অনেক শর্ত দিয়ে দেয় সে। যেমন, দূরে যেতে পারবেনা। কোন দায়িত্ব নিতে বললে তা সে পালন করতে পারবে না ইত্যাদি। শুরু হয় সারেহার আর এক জীবন। সে মিটিং এ আসে। অনেক দায়িত্ব এসে পড়ে তা উপর। সালেহার ভালই লাগে দায়িত্ব নিতে কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় তার স্বামী । সে বলে তোমার এসব ভেজালের মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই। দূরে যেতে হলে সালেহার স্বামী বাঁধা দেয় বলে, তুমি মহিলা মানুষ তোমার যাওয়ার দরকার কি? এরকম প্রতিটি বিষয়েই স্বামী সমস্যা তৈরি করে। একদিন কমিটির বড় দায়িত্ব নেয়ার জন্য তার কাছে প্রস্তাব আসে। সালেহা অসহায়। বুঝে উঠতে পারেনা সে কি করবে ।

প্রশ্ন

১. স্বামীর এই আচরণ সালেহার নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য বাঁধা কিনা?
২. বাঁধা হলে তা কী ধরনের?
৩. স্বামীর এই আচরণ কী সঠিক?

'নারী নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জ সমুহঃ

বাংলাদেশে নারী নেতৃত্বও সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতাটি হচ্ছে নারীবিরোধী নেতিবাচক সমাজ মনস্তত্ত্ব যা পরিবার ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অনেক বেশী প্রভাবিত করছে। আমাদের সমাজের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বেশীর ভাগ জনগোষ্ঠী মনে করে যে, নারীর প্রাথমিক দায়িত্ব ও কাজ হচ্ছে পরিবার ও সন্তান লালন পালন করা, পরিবারের সদস্যদের সেবা ও সহযোগিতা প্রদান করা। পরিবারের সদস্যদের সেবামুলক কাজের মাধ্যমে নারীকে অনেক বেশী দায়িত্ব পালন করতে হবে যা তার উৎপাদনমুলক বাহিরের কাজ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করে, কমিউনিটি কাজেও অংশগ্রনক করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। এছাড়াও পরিবারের সেবামুলক কাজেটি মুজুরীবিহীন এবং এই কাজের কোন অর্থনৈতিক বা সামাজিক স্বীকৃতি নেই। এই দৃষ্টিভঙ্গীকে আমরা পুরুষতান্ত্রিত দৃষ্টিভঙ্গী বলতে পারি এবং এই কারনে মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয় অতিক্রমকালীন সময় শিক্ষায় ইতি টানতে, বাল্য বিয়ের অভিশাপ মাথা পেতে নিতে হয়। ইউএনএফপির এপ্রিল ২০১৯ এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে যে, বাংলাদেশে

বাল্যবিয়ের হার হচ্ছে ৫৯ শতাংশ যা দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বোচ্চ। নারী বাল্য বিয়ে নিয়ে সংসারের দায়িত্ব পালনে যখন ব্যস্ত তখন নেতৃত্ব দেয়ার জন্য যে শৈলী বা গুনাবলী ও দক্ষতা অর্জন করতে হয় সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বাংলাদেশে প্রায় ৮৮ শতাংশ নারী (একশন এইড) নারী রাস্তায় চলার পথে পুরুষ দ্বারা যৌন হয়রানিমূলক মন্তব্যেও শিকার হন সে ক্ষেত্রে নারী একক ভাবে নেতৃত্ব বিশেষ করে দুর্যোগ ব্যবস্থপনায় কতটুকু চ্যালেঞ্জিং তা অনুমান করা যায়। আমাদের দেশে নারী নেতৃত্ব বিকশিত না হওয়ার পিছনে অন্যতম কারন হচ্ছে পরিবার ব্যবস্থাপনা নারী ও পুরুষের প্রচলিত ভুমিকা যেখানে গৃহকর্মেও দায়িত্ব সম বা ন্যায্য বন্টন না হওয়া। এছাড়াও যদি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কথা চিন্তা করি কিংবা সাইক্লোন প্রস্তুতি কর্মসূচী (সিপিপি) ইউনিট কাঠামো কথা বলি, সব জায়গায় নারী সদস্যর সংখ্যা পুরুষ সদস্যও তুলনায় অনেক কম বিধায় কোন সভায় নারী অংশগ্রহন করতে দ্বিধা বোধ করে, যদিও অংশগ্রহন করে সেখানে নিজেদের আলোচ্যসুচী তুলে ধরতে পারে না, জোড়ালো যুক্তি উপস্থাপন করতে পারে না এমনকি পারলেও পুরুষ সদস্যগন তা গ্রহন করতে কুণ্ঠা বোধ করেন।

চ্যালেঞ্জ উত্তরণে করণীয়

নারীবান্ধব দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম দুর্যোগের আগে, পরে ও দুর্যোগের সময়ে নারীর অংশগ্রহণ থাকতে হবে। নারীর বিশেষ চাহিদা এবং এর সাথে সাথে দুর্যোগকালে নারীর ভুমিকার যে পরিবর্তন তা বিবেচনায় নিয়ে সকল পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সাথে পুরো জনগোষ্ঠির ঝুঁকিহ্রাস পাবে তা জনগোষ্ঠিকে অবহিত করতে হবে।

নারীবান্ধব দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম বাস্তবায়নে নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত করতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনায় আনতে হবে-

- নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা
- নারীদের ব্যবস্থাপনায় নারী ও পুরুষের ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও চাহিদা নিরূপন করতে হবে।
- নারী ও পরুরুষের মতামতের ভিত্তিতে সতর্কবার্তা এমনভাবে রচনা করতে হবে যাতে নারী ও পুরুষ উভয়ে সহজেই তা বুঝতে পারে। বার্তা প্রচারকালে তা যেন নারীর কাছে পৌঁছায় সে জন্য নারীর পরামর্শ ও অংশগ্রহণ থাকতে হবে।
- স্থানান্তর ও উদ্ধারকালে ও আশ্রয়কেন্দ্রে নারীর মর্যাদা রক্ষা করতে হবে এবং যৌন হয়রানি থেকে নিরাপদ থাকার জন্য সুরক্ষা দিতে হবে।
- সাড়া প্রদান ও মানবিক সাহায্য বিতরণে নারীর বিশেষ চাহিদাগুলো নারীর অংশগ্রহণে করতে হবে।

প্রক্রিয়ার সকল স্তরে সমতার ভিত্তিতে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গেলে এবং এর সাথে সাথে বিভিন্ন বিশ্লেষণে নারীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশেষ সক্ষমতাগুলি প্রতিফলিত হলে তা নারী নেতৃত্ব উন্নয়নের পথে ভূমিকা রাখবে।

অধিবেশন- ০৫:

দুর্যোগ ও ঝুঁকি হ্রাসে সরকারী নীতিকাঠামো ও প্রয়োগেনারী নেতৃত্বর ভুমিকা

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবে;

৫.১; প্রচলিত আইন ও নীতিকাঠামো সমূহ

৫.২:টেকসই উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার

৫.৩:নীতিকাঠামো বাস্তবায়নে নারী নেতৃত্বর ভুমিকা

৫.৪: নারী নেতৃত্বর ব্যক্তি ও সমষ্টি পর্যায়ে পরিকল্পনা

সময়: ২ ঘন্টা

ধাপ	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
০১	প্রচলিত আইন ও নীতিকাঠামো সমূহ;	**প্রদর্শন ও আলোচনা**	প্রচলিত আইন ও নীতিকাঠামো বিষয়ক পোস্টার/ পাওয়া পয়েন্ট	**৪০ মিনিট**
০২	টেকসই উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার;	**প্রদর্শন ও আলোচনা**	টেকসই উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার লিখিত পোস্টার/ পাওয়ার পয়েন্ট	**২০ মিনিট**
০৩	নীতিকাঠামো বাস্তবায়নে নারী নেতৃত্বর ভুমিকা	**প্রদর্শন ও আলোচনা**	নীতিকাঠামো বাস্তবায়নে নারী নেতৃত্বর ভুমিকা লিখিত পোস্টার/ পাওয়ার পয়েন্ট	**২৫ মিনিট**
০৪	নারী নেতৃত্বর ব্যক্তি ও সমষ্টি পর্যায়ে পরিকল্পনা	**বড় দলে আলোচনা**	**পরিকল্পনা ছক, মার্কার**	**৩০ মিনিট**
০৫	**অধিবেশনের সারসংক্ষেপ ও শিখন যাচাই**	**প্রশ্ন উত্তর, আলোচনা**	**বোর্ড, মার্কার**	**৫ মিনিট**

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

ধাপ- ১: প্রচলিত আইন ও নীতিকাঠামো সমূহ; ৪০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের অধিবেশনে স্বাগত জানান এবং সংক্ষেপে এর উদ্দেশ্য বলুন;
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, আমরা পূর্বের আলোচনা থেকে নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা,ঝুঁক হ্রাস উদ্যোগের প্রতিবন্ধকতা, জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ধারণা পেয়েছি। এ পর্যায়ে আমরা জেন্ডার রেসপনন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং নারীর নেতৃত্ব বিকাশে সহায়ক যে নীতিমালা রয়েছে তা আলোচনা করবো। এসব নীতিমালা সম্পর্কে ভালো ধারণা অর্জন সম্ভব হলে তা নারী নেতৃত্ব বিকাশের সহায়ক হবে;
- এরপর পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড/পোস্টারে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, এসওডি জেন্ডার নির্দেশনার নারী নেতৃত্ব বিকাশে সহায়ক অংশটুকু বিশ্লেষণ করুন;

ধাপ- ২: টেকসই উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার; ২০ মিনিট

- পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড প্রদর্শন করে টেকসই উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার সমূহ ব্যাখ্যা করুন;
- অয়শগ্রহণকারীরা বুঝতে পারছে কিনা তা জানতে আলোচ্য বিষয় থেকে ছোট ছোট প্রশ্ন করুন।

ধাপ- ৩: নীতিকাঠামো বাস্তবায়নে নারী নেতৃত্বর ভুমিকা ২৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের জোড়া দলে ভাগ করুন;
- প্রত্যেক জোড়া দলের কাছে নীতিকাঠামো বাস্তবাযনে নারী নেতৃত্বেও ভূমিকা কী তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে প্রত্যেক জোড়াকে একটি করে ভূমিকা নিরুপণ করতে বলুন;
- আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে ৫ মিনিট সময় দিন;
- উত্তর সংগ্রহ করে তা বোর্ডে লিখুন এবং আলোচনা করে ভূমিকাসমূহ সুনির্দিষ্ট করুন।

ধাপ- ৪: নারী নেতৃত্বর ব্যক্তি ও সমষ্টি পর্যায়ে পরিকল্পনা ৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে সংক্ষেপে অধিবেশনের উদ্দেশ্য বলুন;
- ঈর্বে প্রস্তুতকৃত কর্ম পরিকল্পনার ছক উপস্থাপন করুন
- পরবর্তী ৬ মাসে নারী নেতৃত্ব বিষয়ক কী কী কাজ করা হবে তা সকলে সাথে আলোচনা করে নির্ধারণ এবং পরিকল্পনা ছকে লিপিবদ্ধ করুন
- সকলের মতামত নিয়ে পরিকল্পনা ছকটি পূরণ করুন এবং এটি বাস্তাযনে দিক নির্দেশনা দিন।

ধাপ- ৫: অধিবেশনের সারসংক্ষেপ নিরূপণ ও শিখন যাচাই ৫ মিনিট

- অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন;
- আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রশ্ন করে অংশগ্রহণকারীরা কি শিখেছে তা যাচাই করুন;
- অধিবেশনের শিক্ষাসমূহ সুনির্দিষ্ট করুন;
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আধিবেশন শেষ করুন।

সহায়ক তথ্য

অধিবেশন- ০৫
দুর্যোগ ও ঝুঁকি হ্রাসে সরকারী নীতিকাঠামো ও প্রয়োগেনারী নেতৃত্বর ভুমিকা

৫.১: প্রচলিত আইন ও নীতিকাঠামো সমূহ

বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার স্বপ্ন সর্বাপেক্ষা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি, ক্ষতি ও ভোগান্তি সহনীয় পর্যায়ে কমিয়ে আনা। এ স্বপ্ন পূরনে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে আইন, বিধি-বিধান ও নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কার করেছে। এ সমস্ত আইন, বিধি-বিধান ও নীতিমালায় নারীর অংশগ্রহন এবং দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৫.১.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন- ২০১২ (Disaster Management Act-2012)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ সর্বসম্মতিক্রমে জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়। পরবর্তীতে আইনটি ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। ২০১২ সালের ৩৪ নং এই আইনটি দুর্যোগ মোকাবিলা বিষয়ক কার্যক্রমকে সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক ও শক্তিশালী করা এবং সকল ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার নিমিত্তে বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এর ২৭(১) ধারায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ ও বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে সহায়তা সম্পর্কিত নিম্নোক্ত নির্দেশনা দেয়া হয়েছে-

> সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে উপযুক্ত পুনর্বাসনের জন্য বা ঝুঁকিহ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান কার্যক্রম গ্রহণকরিতে পারিবে;
>
> তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমে অতি দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী বিশেষত: বয়োবৃদ্ধ, মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা ও ঝুঁকিহ্রাসকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।
>
> [ব্যাখ্যা: এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী অর্থে আর্থ-সামাজিক ও নানাবিধ সুবিধা হইতে বঞ্চিত জনগোষ্ঠী, উপ-জাতিক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও নৃ-গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত হইবে।]

৫.১.২ দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১৯ (Standing Orders on Disaster 2019)

বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনামূলক দলিল। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার এই আদেশাবলি প্রকাশ করে যা দেশে এবং বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়। এই আদেশাবলির উদ্দেশ্যে হল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ এবং সংস্থাসমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দ্দিষ্টকরণ। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহকে তাদের নিজস্ব কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় কৌশল SODতে রয়েছে। ২০১০ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীর পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশ করে । সম্প্রতি ২০১৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার -এর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় SOD-এর সর্বশেষ সংস্করণ

প্রকাশ করেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার রূপরেখা অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে গঠিত কমিটিসমূহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী (SOD)তে দুর্যোগের বিভিন্ন পর্যায়ে সর্বাপেক্ষা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর (নারী, শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে এসব কমিটির করণীয় সম্পর্কে নিম্নোক্ত দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে:

৫.১.২.১ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমে করণীয়:

- জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা, সামাজিকতার শ্রেণি, পেশা ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী চিহ্নিত করা। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, নারী ও শিশুদের সক্রিয় অংশগ্রহণে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- মনঃ সামাজিক সেবা পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ।

৫.১.২.২সতর্কীকরণ/ হুঁশিয়ারি পর্যায়ে সাড়াদানে করণীয়:

- সতর্কীকরণ ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার, উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং প্রয়োজনবোধে স্থানান্তর পরিকল্পনা অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- প্রবীণ, গর্ভবতী মহিলা, শিশু এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্রে থাকার পৃথক পৃথক ব্যবস্থা আছে কি না; তা পর্যাবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে এ সুব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;
- আশ্রয়কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, বিশেষ করে নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য পৃথক শৌচাগারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫.১.২.৩ দুর্যোগকালীন সাড়াদানে করণীয়:

- দুর্যোগকালে আশ্রয়কেন্দ্র বা অন্যান্য স্থানে বসবাসরত নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং মানবিক সহায়তা-কর্যক্রমে তাদের অগ্রধিকার প্রদানসহ অত্যাবশকীয় চাহিদাপূরন ।

৫.১.২.৪ পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন সাড়াদানে করণীয়:

- দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নিরাপত্তা-ব্যবস্থা গ্রহণ;
- দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীতে সর্বাপেক্ষা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর (নারী, শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সমূহের জন্য নিম্নে উল্লেখিত নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

৫.১.৩ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা (Disaster Management Policy) - ২০১৫

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ -এর১৯ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে "জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫" প্রণয়ন করা হয় ও তা মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালার প্রধান লক্ষ্য হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল স্তরের স্টোকহোল্ডারদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।এই নীতিমালায় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে সকল জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক চালিকাশক্তি সমূহের ভূমিকাকে বিশেষভাবে বিবেচনায় আনা হয়েছে। বাংলাদেশে যে সকল প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগ নিয়মিতভাবে

আঘাত করে বাঘটার সম্ভাবনা থাকে সে জাতীয় দুর্যোগসমূহের আঙ্গিকেই ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়া প্রদানে সংশ্লিষ্টদের করণীয় সম্পর্কে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা দান করেছে। এই নীতিমালায় ১০.১ অনুচ্ছেদে নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে নিম্নলিখিত নির্দেশনা দেওয়া আছে:

- সমান অধিকরের সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রচার ও চর্চার মাধ্যমে নারীদের দুর্যোগের তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা;
- গ্রাম ও স্থানীয় প্রশাসন থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল দুর্যোগ কমিটিতে নারী সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী নেতৃত্ব বাধ্যতামূলকভাবে বৃদ্ধি করা;
- দুর্যোগে নারী জেন্ডার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষন করে নারীদের অভিজ্ঞতা, সন্তানের সাথে নারীদের সম্পৃক্ততা, নিরাপদ মাতৃত্ব ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে বোঝা ও সরকারি/বেসরকারি সকল দুর্যোগ সংক্রান্ত কর্মসুচিতে তাদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা;
- নারীকে সম্পদ, উৎপাদনশীল কাজ ও উপকরণ এবং দক্ষতা লাভে সাধারন ও বিশেষ সুযোগ প্রদান করা;
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহনকে গুরুত্ব দেয়া, নারীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে দুর্যোগ মোকাবেলায় গুরুত্বের সাথে ব্যবহার করা;
- দুর্যোগকালীন ও তার পরবর্তী সময়ে পরিবার ও জনগোষ্ঠীকে রক্ষা ও পুনর্নির্মাণে নারী যে অবদান রাখে তার স্বীকৃতি প্রদান করা;
- নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দুর্যোগ সহনশীল ও সংবেদনশীল সমাজ তৈরী করা;
- দুর্যোগকালে এবং দুর্যোগ পরবর্তীতে কিশোরী, তরুণী সকল নারীর শারীরিক ও যৌন ঝুঁকিহ্রাস নিশ্চিত করা;
- জরুরি অবস্থাতে যে ত্রান সামগ্রী বিতরন করা হয় তা নারী বান্ধব করা ও প্রজনন স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য সকল উপকরণাদি রাখা এবং গর্ভবতী মা ও নবজাতক শিশুদের স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা;
- বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি, যেমন: কাবিখা, টিআর, ভিজিএফ, অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান সূচি ইত্যাদিতে বয়স্ক নারী, বিধবা, গর্ভবতী মহিলা ও নারী প্রধান পরিবারকে আরও বেশি অন্তর্ভুক্ত করা।

৫.১.৪ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (National Disaster Management Plan) ২০১৬-২০২০

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের ভিশন, মিশন এবং জাতীয়-আন্তর্জাতিক কর্ম-পরিকল্পনার আলোকে ২০১০-২০১৫ মেয়াদের জন্য ইতেপূর্বে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (NPDM) প্রণয়ণ করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অর্জন, শিক্ষণ ও চ্যালেঞ্জ বিবেচনা করে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট অংশভাগীদের সমন্বিত ও কার্যকর অংশগ্রহণ এবং জবাবদিহি আনয়নের লক্ষ্যে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পরিকল্পনা প্রণয়নে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন (SFDRR), টেকসই লক্ষ্যমাত্রা উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) সহ জাতীয় পর্যায়ের প্রধান নীতি ও কৌশল (যেমন-সপ্তম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা) এর মূলনীতি এবং কার্যক্রমগুলোর সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। কর্ম-পরিকল্পনায় দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা তথা ঝুঁকি অবহিতমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা (Risk Informed

Development Planning) প্রণয়নে বিনিয়োগের প্রধান ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণের কথা বলা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণে তা বাস্তবায়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনার স্বপ্ন, কৌশল ও অগ্রাধিকার নির্ধারণে অন্তর্ভুক্তকরণকে একটি মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং শ্রেণি, নৃগোষ্ঠী ও ধর্মভিত্তিক সংখ্যালঘূদেরকে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং লিঙ্গ সমতাকে সকল পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে অগ্রধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করার জন্য বিশেষ দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

৫.১.৫সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Seventh Five Years Plan) ২০১৬-২০২০

রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক এবং দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির বাস্তবতা বিবেচনায় রেখে দেশের অর্থনীতির পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশন সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। আগামী পাঁচ বছর (২০১৬-২০২০) জাতির জন্য একটি সুপষ্ট গতিধারা চিত্রিত হয়েছে এই পরিকল্পনায়। এই পরিকল্পনায় ৫ বছরের নিচে শিশুর মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫০ জনে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধ্যায় ১.৪ এ জেন্ডার ক্ষমতায়ন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ পরিকল্পনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়ের কার্যক্রমে দুর্যোগ চলা ও পরবর্তীকালে বয়স্ক, শিশু, নারী প্রধান পরিবার ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবিকা উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৫.১.৬ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা (Cyclone Shelter Construction, Maintenance and Management Policy)-২০১১

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সাড়ে তিন কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষ চরম ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করে। প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের ছোবল থেকে জীবন ও সম্পদ রক্ষার্থে সরকারি, বেসরকারি সংস্থা এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংগঠন উপকূলীয় অঞ্চলে বেশ কিছু ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করেছে এবং আরো আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও, উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভবনসমূহ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর কাঠামোগত নকশা এবং সুযোগ সুবিধা বিভিন্ন রকম। দুর্বল রক্ষণাবেক্ষণের কারণে ইতোমধ্যে অনেক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে। এছাড়াও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র সমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জাতীয় বাজেটে সুনির্দিষ্ট খাত নেই। বাস্তব এই প্রেক্ষাপটে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১১ প্রণয়ন করেছে। এই নীতিমালার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে– উপকূলীয় এলাকায় নির্মিত, নির্মাণাধীন ও নির্মিতব্য বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় বসবাসকারী মানুষের দুর্যোগ ঝুঁকি কমানো। এই নীতিমালায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িতদের জন্য নিম্নোক্ত নির্দেশনা উল্লেখ করা হয়েছে-

- আশ্রয়কেন্দ্রের যোগাযোগ ব্যবস্থা অবশ্যই নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সকল জনগোষ্ঠীর ব্যবহার উপযোগী হতে হবে;
- ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের সময় নারী, শিশু, বৃদ্ধ, গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর

সহজ ব্যবহার নিশিচত করা নিমিত্ত Ramp সুবিধা রাখতে হবে। প্রসূতির জন্য স্বতন্ত্র টয়লেট সুবিধাসহ নারীদের জন্য পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৫.১.৭ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি (National Women Development Policy)-২০১১

১৯৭২ সনে নবগঠিত রাষ্ট্র বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় রচিত এ সংবিধানে নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানে ২৭ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী"। ২৮(১) অনুচ্ছেদে রয়েছে "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারনে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য করিবে না"। ২৮(২) অনুচ্ছেদে আছে, "রাষ্ট্র ও গনজীবনের সর্বস্বরে নারী পুরুষের সমান অধকার লাভ করিবেন"। গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রথমবারের মতো ১৯৯৭ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রনয়ন করে।এর পরবর্তীতে ২০০৪ সালে উক্ত নীতিতে পরিবর্তন এনে তৎকালীন সরকার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৪ প্রনয়ন করে। সর্বশেষ আবারও উক্ত নীতিতে পরিবর্তন এনে নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রনয়ন করা হয়। নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর ৩৭ অনুচ্ছেদে দুর্যোগ পূর্ববর্তী, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারী ও শিশুর সুরক্ষায় নিম্ন লিখিত নির্দেশনাবলি উল্লেখ করা আছে:

৩৭.১ দুর্যোগ পূর্ববর্তী সময়ে নারী ও কন্যা শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহন করা এবং ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকবিলা জন্য প্রস্তুত করার ব্যবস্থা গ্রহন করা;

৩৭.২ নদী ভাঙ্গন ও প্রাকৃতিক দুর্যেগে ক্ষতিগ্রস্থ নারী ও শিশুর পুনর্বাসন নিশ্চিত করা;

৩৭.৩ দুর্যোগ মোকবেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহন এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসনের সময় নারীর নিরাপত্তা বিষয়টি অগ্রধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা;

৩৭.৪ দুর্যোগে জরুরি অবস্থায় কন্যা শিশুদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন করা। স্বাস্থ্য বিষয়ক উপকরণের প্রাপ্যতা ও পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা।

৩৭.৫ দুর্যোগকালীন জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় নারীদের বিপদ কাটিয়ে উঠার ক্ষমতার উপর গুরুত্ব দিয়ে বস্তুগত সাহায্যের পাশাপাশি নারীর প্রয়োজনীয় মনো-সামাজিক সহায়তা প্রদান করা।

৩৭.৬ সামাজিক নিরাপত্তার কার্যক্রমকে আরো নারী-বান্ধব করা এবং সুরক্ষার জন্য কর্মকৌশল প্রবর্তন করা।

৩৭.৭ দুর্যোগকালীন জরুরি অবস্থায় খাদ্য বিতরন কার্যক্রম যেন নারীর চাহিদা পূরন করতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহন করা।

৩৭.৮ দুর্যোগ পরবর্তী জরুরী অবস্থায় খাদ্যের পাশাপাশি নারীর স্বাস্থ্যের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা।

৩৭.৯ গর্ভবতী ও প্রসুতি এবং নবজাতকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, যেমন ব্রেষ্ট ফিডিং কর্ণার রাখা।

৩৭.১০ দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারী যে কমিউনিটি বা সম্প্রদায়ে বসবাস করে, উক্ত কমিউনিটি বা সম্প্রদায়ের সদস্যদেরকে দুর্দশাগ্রস্থ নারীর কল্যান কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরে 'জেন্ডার সংবেদসশীলতা' নিশ্চিতকরণ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সরকারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠন, নাগরিক সমাজ সংগঠন, কমিউনিটি-বেজড্ সংগঠন, রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট, জাতিসংঘ, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কাজ করে। এদের প্রত্যেকেরই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার যে কর্মপরিধি তার প্রতিটি ধাপেই জেন্ডার সংবেদনশীলতার অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করতে হবে। নিম্নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধাপে কীভাবে জেন্ডার সংবেদনশীলতার বিষয়টি নিশ্চিত হবে, তার তালিকা নিম্নরুপ:

সরকারের এই নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির একজন সদস্য হিসেবে নিচের বিষয় গুলি পুরনের জন্য কমিটির সভা গুলিতে নিয়মিত অংশগ্রহন করে যুক্তি সহকারে সভার মতামতকে নারীর পক্ষে নিতে হবে। এখানে দেওয়া সব কাজ গুলি সব পর্যায়ের জন্য না হলে জেন্ডার বিষয়ক কাজ গুলি সব জায়গার জন্য প্রযোজ্য।

১. দুর্যোগ-পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ	
লিঙ্গ-বিভাজিত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ দুর্যোগপূর্ব সভায় এবিষয় আলোচনা করে নিশ্চিত করতে হবে তথ্য সংগ্রহ দলে কোন নারী সদস্য আছে কিনা, না থাকলে রাখার ব্যবস্থা করা।	▪ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, দুর্যোগ ও ত্রাণ-বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে লিঙ্গ-বিভাজিত বেজলাইন তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা। ▪ লিঙ্গ-বিভাজিত তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত কে, কীভাবে, কী কী তথ্য সংগ্রহ করবে কার কাছে প্রদান করবে, কে অনুমোদন করবে সে লক্ষ্যে একটি নীতিমালা তৈরি করা। ▪ এ তথ্য সংগ্রহের জন্য একদল প্রশিক্ষিত গ্রুপ প্রস্তুত রাখা, যেন তারা দুর্যোগ-পরবর্তী সময়েও তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। এই গ্রুপে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ অবশ্যই সমানুপাতিক হারে রাখা।
জেন্ডার সংবেদনশীল আপদকালীন পরিকল্পনা	▪ দুর্যোগ সাড়াপ্রদানের জন্য জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত প্রাথমিক সাড়াদানকারী দল প্রস্তুত রাখা এবং সেখানে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ অবশ্যই সমানুপাতিক হারে রাখা। তাদের অবশ্যই দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে জেন্ডার-বিষয়ক কী ভূমিকা হবে সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ থাকবে। ▪ সারা বাংলাদেশে যে কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক তৈরির কার্যক্রম আছে, সেখানে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ যথাসম্ভব সমানুপাতিক হারে থাবকে। তাদের অবশ্যই দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে জেন্ডার-বিষয়ক কী ভূমিকা হবে তার প্রশিক্ষণ থাকবে। ▪ সরকারি ও বেসরকারিভাবে যে আপদকালীর মজুত থাকে, সেখানে নারী ও শিশুদের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য, বস্ত্র ও মাসিকের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের মজুত থাকবে।

জেন্ডারভিত্তিক ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ	▪ কমিউনিটি-ভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণে সময় জেন্ডার সংবেদনশীল টুলস ব্যবহার করে নারীদের ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করা। ▪ কমিউনিটি-ভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ অবশ্যই সমানুপাতিক হারে নিশ্চত করা।
জেন্ডার সংবেদনশীল ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা ও কমিউনিটির আপদকালীন কর্মপরিকল্পনা	▪ নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ সমানুপাতিক হারে নিশ্চত করা। ▪ কর্মপরিকল্পনায় নারী কর্তৃক চিহ্নিত প্রয়োজন ও মতামত যেন অন্তর্ভুক্ত হয়, তা নিশ্চিত করা। ▪ স্থানীয় নারীপ্রধান সয়গঠনগুলো ও স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত নারী সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
কমিউনিটিতে জেন্ডার সংবেদনশীল সক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি	▪ দুর্যোগে নারী কী ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয় ও কীভাবে তা মোকাবিলা করে এবং নারী কীভাবে তার সমক্ষতার মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলায় ভূমিকা রাখে, সে বিষয়ে কমিউনিটিতে সচেতনতা তৈরি করে। ▪ কমিউনিটির জেন্ডার-সচেতনতা বৃদ্ধিতে স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত নারী সদস্যসহ অন্যান্য নারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ সতর্ক বার্তা ও তা নারীদের কাছে পৌঁছানো	▪ দুর্যোগ সতর্ক সংকেত যেন নারীদের কাছে পৌঁছায় তা খেয়াল রাখা। ▪ সতর্ক সংকেত প্রদান গ্রুপে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ- পরবর্তী চাহিদা নিরুপণ টুলস তৈরি	▪ দুর্যোগ চাহিদা নিরূপণের টুলসসমূহে জেন্ডার ইস্যু-বিষয়ক প্রশ্ন রাখা। ▪ দুর্যোগ চাহিদা নিরূপণের টুলস তৈরির সময় জেন্ডার-সমতাবিষয়ক পরামর্শকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। ▪ দুর্যোগ চাহিদা নিরূপণের জন্য প্রশিক্ষিত দলে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ অবশ্যই সমানুপাতিক হারে নিশ্চিত করা।

২. দুর্যোগ-পরবর্তী চাহিদা নিরূপণ

- দুর্যোগ-পরবর্তী ৭২ ঘন্টার মধ্যে ক্ষয়ক্ষতির নিঙ্গভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করা।
- জেন্ডার বিশ্লেষণ অন্তভূক্ত করে তথ্য সংগ্রহ করা। সেক্ষেত্রে প্রথমেই খেয়াল রাখতে হবে, দুর্যোগপূর্ব জেন্ডার-বিষয়ক কী কী তথ্য ইতোমধ্যে প্রস্তুত আছে, তার উপর ভিত্তি করেই দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী তথ্য সংগ্রহ করা এবং দুর্যোগে কী কী নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, তা নিশ্চিত করা।
- আলাদাভাবে জেন্ডার চাহিদা নিরূপণ করা যেতে পারে, সেক্ষেত্রে তা দুর্যোগ শুরুর অন্তত ১ মাসের মধ্যে করাই উপযুক্ত। সম্ভব না হলে ২ মাসের মধ্যে াবশ্যই করতে হবে। 'জেন্ডার ইন হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাকশন গ্রুপকে' সক্রিয় থাকেতে হবে।
- চাহিদা নিরূপণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে নারী-পুরুষের প্রয়োজন ও চাহিদা উপযোগী কর্মসূচী লক্ষ্যমাত্রা প্রণয়ন করা। দুর্যোগ-পরবর্তী সহায়তা প্যাকেজে নারীর চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রীর প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৩. দুর্যোগ-পরবর্তী মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিকল্পনা, কৌশল নির্ধারণ ও সম্পদ সংগ্রহ

- জরুরি মানবিক সহায়তা-বিষয়ক বিভিন্ন সেক্টরের (খাদ্যনিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আশ্রয়, পানি ও পয়োনিস্কাশন ইত্যাদি) কার্যক্রম ও তার কৌশল নির্ধারণে জেন্ডার ইস্যুগুলো অন্তভূক্ত করা; বিশেষ করে নারীর চাহিদা অনুযায়ী সহায়তা-

কার্যক্রম প্রণয়ন, সহায়তা-কার্যক্রমে নারী ও পুরুষের সমানুপাতিক হারে অংশগ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর নেতৃত্বমূলক ভূমিকা নিম্চিত করা।

- জরুরি মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমের জন্য যে প্রস্তাবনা বা কর্মপরিকল্পনা থাকবে, তার লগ-ফ্রেম ও সূচক নির্ধারণের ক্ষেত্রে অবশ্যই জেন্ডার ইস্যু অন্তভূক্ত করা। নিশ্চিত করতে হবে যে মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম নারী পুরুষের সম-অধিকারের বিষয়ে ইতিবাচক প্রভাব রাখবে এবং তার উল্লেখ লগ ফ্রেমের উদ্দেশ্যে ও সূচকে উল্লেখ থাকবে।
- জরুরি মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় ও বাস্তবায়নে যে মানবসম্পদ নিযুক্ত হবে, সেখানে নারী ও পুরুষের সমানুপাতিক হারে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। জরুরি সহায়তা কর্মসূচির কর্মকর্তা ও কর্মীর জন্য যে আচারণবিধি থাকবে, সেখানে নারী-পুরুষের প্রতি সমান মর্যাদা জ্ঞাপনসহ যেকোন ধরনের যৌন নির্যাতন ও যৌন হয়রানি থেকে বিরত থাকার বিষয়টি অন্তভূক্ত করা।
- মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমে নিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রকিরোধ ও প্রতিকারের বিষয়টি অন্তভূক্ত করা। এ বিষয়ে কমিউনিটির সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়টিও কার্যক্রমে অন্তভূক্ত করা। নিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রতিকারের জন্য পরামর্শ (Referral) ব্যবস্থা কী হবে তা কর্যক্রমে অন্তভূক্ত করা।
- মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমে জেন্ডার বাজেটিং নিশ্চিত করা, অর্থাৎ কর্মসূচির কতখানি নারীর সমমর্যাদা ও নারীর বিশেষ চাহিদা পূরণে ব্যয় হবে, তার উল্লেখ রাখা।
- প্রয়োজনে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে নারীর বিশেষ চাহিদা পূরণের জন্য আলাদা সম্পদ সংগ্রহ করা। এ বিষয়ে সরকারকে আন্তর্জাতিক সংগঠনসহ, জাতিসংঘ ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে হবে।
- মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনায় মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ নারী প্রধান সংস্থা/সংগঠনের নেতৃত্ব নিশ্চিত করা। প্রয়োজনে এদের দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৪. বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

- মানবিক সহায়তা প্রদানে ও বন্টনের ক্ষেত্রে নারীর নিরাপদ অবস্থান নিশ্চিত করতে যথাযথ ব্যবস্থা করা, যেমন: মানবিক সহায়তা বন্টনের ক্ষেত্রে নারীদের জন্য অলাদা সারি রাখা, নারীদের মতামতের ভিত্তিতে মানবিক সহায়তা বন্টনের উপযুক্ত সময় নির্বাচন ইত্যাদি।
- মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনায় জেন্ডার সংবেদনশীলতা কতখানি বিবেচিত হচ্ছে তা পরিমাপ করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে কিছু মানদন্ড তৈরী এবং তার আলোকে মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমের জেন্ডার নিরীক্ষা (অডিট) করা।
- দুর্যোগ-আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর কাছে বিষেশ করে নারীদের কাছে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে, মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনায় জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিষয়ে তারা কতখানি সন্তুষ্ট বা তাদের কোনো ফিডব্যাক আছে কি না, তা জানা যেতে পারে। বিশেষ করে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও মানবিক সহায়তা কর্মী দ্বারা যেকোনো যৌন নির্যাতন বা যৌন হয়রানির বিষয়ে গোপনীয়তার সঙ্গে তাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে একটি ধারাবাহিক মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৫. মূল্যায়ন ও শিক্ষণ

- জেন্ডার সংবেদনশীল 'ভালো ইদাহরণ' ও 'কেস স্টাডি' নির্বাচন ও প্রচার করা। এ কাজটি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে নারীদের অংশগ্রহণেই সম্পন্ন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে কার্যকর অংশগ্রহণ ও প্রচারের লক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সহযোগিতা নেওয়া।
- মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় কী ইতিবাচক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে এবং এই বিষয়ে কী প্রশিক্ষণ হয়েছে, তা চিহ্নিত করে প্রতিবেদনে অন্তভূক্ত করা। বিশেষ করে, সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশনের জন্য যে জাতীয় প্রতিবেদন তৈরি হবে, সেখানে বিষয়টি আলাদাভাবে অন্তভূক্ত করা।

- দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে নতুন কোনো জেন্ডার-বিষয়ক ইস্যু আবির্ভূত হলো কি না, সে সম্পর্কেও সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে তথ্য আহরণ, বিশ্লেষণ ও প্রকাশ করা।

৫.২: টেকসই উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার

সহায়ক তথ্য ৫.২: টেকসই উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার

'কাউকে পিছনে ফেলে নয়' বৈশ্বিক এই নীতির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একীভূত দুর্যোগ সহনশীল দেশ গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০১৬-২০৩০ এবং সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টাররিস্ক রিডাকশন ১০১৬-২০২০ উভয় আন্তর্জাতিক দলিলে নারীর ক্ষমতায়ন ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নানা ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করা হয়েছে।স্বাক্ষর দানকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে এসব অর্ন্তজাতিক দলিলের আলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জাতীয় নীতিমালাসমূহ হালনাগাদ করেছে এবং উন্নয়ন ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহন করেছে।

৫.২.১ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals-SDG)

বিশ্বের সব ধরনের মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে ২০১৫ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট "২০৩০ এজেন্ডা" গৃহীত হয়। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট "২০৩০ এজেন্ডা" এমন একটি কর্ম-পরিকল্পনা যা বিশ্ব শান্তি জোরদার করবে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যসহ সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটাবে। অতি দারিদ্র্যসহ সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানোই এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, আর এটাই হলো টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আগামী প্রায় দেড় দশক বিশ্বের সকল দেশ এই অভীষ্টগুলো বাস্তবায়নে কাজ করবে যার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে জনগণের সকল ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানো সম্ভব হবে; সকল ধরনের বৈষম্যের অবসান ও অসমতাহ্রাসের গুরু দায়িত্ব পালন করা জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবিলার কাজ এগিয়ে নেয়া যাবে। আর এসব কর্মকাণ্ডের মূলমন্ত্র হবে "কাউকে পশ্চাতে রেখে নয় (No One Left Behind)" নীতি অনুসরণ। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ ঘোষিত"টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG)" অর্জনে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। ২০১৬ সাল থেকে শুরুহওয়া এই অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহকে সমন্বিত করেছে। এগুলো বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক দায়িত্ব বন্টনের পথ নকশা (Mapping) প্রণয়ন করেছে। নারী, শিশু, প্রবীন ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দুর্যোগ ঝুঁকি বিপদাপন্নতাহ্রাসে নিম্ন বর্ণিত উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ নির্ধারন করা হয়েছে:

লক্ষ্য-১.৫

২০৩০ সালের মধ্যে দরিদ্র ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অভিঘাত সহনশীলতা বিনির্মান এবং জলবায়ু সম্পৃক্ত চরম ঘটনাবলি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত অভিঘাত ও দুর্যোগে তাদের আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ হবার ঝুঁকি কমিয়ে আনা।

লক্ষ্য-১১.৫

দরিদ্র ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে রক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে ২০৩০ সালের মধ্যে পানি সম্পৃক্ত দুর্যোগসহ অন্যান্য দুর্যোগে বৈশ্বিক জিডিপি'র অংশ হিসেবে সরাসরি অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমান উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা এবং সেইসাথে এসব দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ ও মৃতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমানে হ্রাস করা।

লক্ষ্য-১১.৭

২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য বিশেষ করে নারী, শিশু, প্রবীন ও প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অবারিত (প্রবেশধিকারযুক্ত), সবুজ ও উন্মুক্ত স্থানে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার প্রদান করা।

লক্ষ্য-১১.খ

২০২০ সালের মধ্যে অন্তর্ভূক্তি, সম্পদ-দক্ষতা, জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন ও প্রশমন, দুর্যোগে অভিঘাত সহনশীলতা সংবলিত সমন্বিত নীতিমালা ও পরিকল্পনা গ্রহন ও বাস্তবায়ন করে এমন নগর ও মানব বসতির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমানে বৃদ্ধি করা এবং সকল স্তরে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য সেন্দাই ফ্রেম ওয়ার্ক ২০১৫-২০৩০ এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সার্বিক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যাবস্থাপনা কর্মসূচি গ্রহন ও বাস্তবায়ন।

লক্ষ্য-১৩.১

সকল দেশের জলবায়ু সম্পৃক্ত ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় অভিঘাত সহনশীলতা ও অভিযোজন-সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৫.২.২ সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টাররিস্ক রিডাকশন-(Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) ২০১৫-২০৩০

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দুর্যোগ ঝুঁকি কমাতে ২০১৫ সালের মার্চ মাসে জাপানের সেন্দাই শহরে অনুষ্ঠিত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কিত তৃতীয় বিশ্ব সম্মেলনের 'সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টাররিস্ক রিডাকশন- ২০১৫-২০৩০' ঘোষণাপত্রে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোকে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে

প্রস্তাবনা-৭: দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন কৌশল হবে আরো ব্যাপক এবং অধিকজন কেন্দ্রিক। যথাযথ এবং কার্যকর দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসন প্রক্রিয়া গড়ে তুলতে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বহুমুখী আপদ ব্যবস্থাপনা এবং অন্তর্ভুক্তি ও প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তাদের নেতৃত্ব, ব্যবস্থাপনা এবং সমন্বয় করার দক্ষতার উৎকর্ষের জন্য সরকারের উচিত যে কোনো নকশা, নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, নারী, শিশু, যুবসম্প্রদায়, দরিদ্র, স্থানান্তরিত জনগোষ্ঠী, আদি-বাসী, স্বেচ্ছাসেবক ও বয়স্ক সহ সকল শ্রেণির প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। আরও নিবিড়ভাবে কাজ করা এবং সহযোগিতার পরিসর বাড়ানোর জন্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ, একাডেমি এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের একত্রে কাজ করাএকান্ত প্রয়োজন।

সহায়ক নীতিমালা-১৯ (ঘ): দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে প্রয়োজন সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণের অংশগ্রহণ এবং অংশীদারিত্ব। সে জন্য আরো প্রয়োজন সকলকে অন্তর্ভুক্ত করা, প্রবেশগম্য এবং বৈষম্যহীন একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেখানে দুর্যোগে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি বিশেষভাবে নজর দেওয়া সম্ভব হবে। সকল পরিকল্পনা ও কর্মপন্থায় লিঙ্গ, বয়স এবং প্রতিবন্ধীবান্ধব সংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করা এবং নারী ও যুব নেতৃত্ব উন্নীত করা। সর্বোপরি, এ লক্ষ্যে সংগঠিত স্বেচ্ছাসেবা উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

সহায়ক নীতিমালা-১৯ (ছ): দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য বহুমুখী আপদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা এবং একীভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া খুবই জরুরি। যে প্রক্রিয়ায় মুক্ত আলোচনা ও অবাধ তথ্য-প্রবাহের মাধ্যমে নারী-পুরুষ, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নির্বিশেষে হালনাগাদকৃত বিজ্ঞানভিত্তিক এবং ঐতিহ্যগতজ্ঞানের সমন্বয়ে স্পর্শকাতর নয় এমন ঝুঁকি তথ্য বিনিময় করা সম্ভব হবে।

জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে অগ্রাধিকার পদক্ষেপসমূহ-৩০(গ) : দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসনে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের বিভিন্ন বস্তুগত, অবস্তুগত এবং কর্মপ্রক্রিয়াগত নানা ধরনের উদ্যোগকে শক্তিশালী করা এবং সেই সাথে বিদ্যালয়, হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার যথাযথ নকশা প্রণয়ন, নকশা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সর্বজনীন নকশার নীতিমালা অনুসরণ, মান-সম্পন্ন ভবন উপকরণ ক্রয় এবং রক্ষণাবেক্ষণের সংস্কৃতি সৃষ্টি। সর্বোপরি, ভবন নির্মাণে অর্থনৈতিক, সামাজিক, কাঠামোগত, প্রযুক্তিগত এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ করা।

জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে অগ্রাধিকার পদক্ষেপসমূহ-৩০ (ঞ): জন-অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে একীভূত নীতিমালা ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শক্তিশালী করণ। দুর্যোগ পরবর্তীকালে চরম ক্ষতিগ্রস্ত সুবিধা বঞ্চিত জনগণের টেকসই উন্নয়নে এবং ক্ষমতায়নে বিভিন্ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন, যেমন : জীবিকা উন্নয়ন কার্যক্রম, মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম তথা মাতৃসেবা, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি, গৃহায়ন, শিক্ষা ইত্যাদি।

অংশীদারদের ভুমিকা-৩৬ (ক): সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সুশীল সমাজ, স্বেচ্ছাসেবক, সংগঠিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং সমাজভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডেও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে সুনির্দিষ্ট জ্ঞানচর্চা ও রাষ্ট্রীয় নির্দেশনা প্রচারে সচেষ্ট থাকবেন; স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিকল্পনা ও কৌশলপত্র বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবেন; জনসচেতনতায় অংশ নেবেন এবং সহায়তা করবেন; দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কিত শিক্ষাদান ও ঝুঁকি প্রশমনে সংস্কৃতি গড়ে তুলবেন; দুর্যোগ সহিষ্ণু সমাজ এবং একীভূত ও সর্বস্তরের মানুষের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পক্ষে কথা বলবেন।

৫.৩: নীতিকাঠামো বাস্তবায়নে নারী নেতৃত্বর ভুমিকা

- নীতিমালা ও এর নির্দেশনা গুলো ভালভাবে জানা
- সক্ষমতা বৃদ্ধি করা নীতিমালা সম্পর্কে সমাজের নারীদের অবহিত করা
- নারীদের সমস্যাগুলো জানা
- কাজ বাস্তবায়নেনারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য ভূমিকা পালন করা
-
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল স্তরে অংশগ্রহণ করা
- নিজেদের কাজের সফলতা পরিবার সমাজে তুলে ধরা
- বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানও তাদের সেবাসমূহ সমাপর্কে জানা

৫.৪: নারী নেতৃত্বর ব্যক্তি ও সমষ্টি পর্যায়ে পরিকল্পনা

কর্ম পকিল্পনা প্রনয়ন ছক

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনায় নারী নেতৃত্ব উন্নয়ন

কর্ম পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	কার্যক্রমসমূহ (অগ্রধিকারের ভিত্তিতে)	মেয়াদকাল	দায়িত্ব ও কর্তব্য

অধিবেশন ৬

প্রশিক্ষণ কোর্স পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ও সমাপ্তি

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

- ২ দিনের প্রশিক্ষণ কোর্স পর্যালোচনা করতে পারবেন
- প্রশিক্ষণ কোর্স মূল্যায়ন করতে পারবেন
- সমাপনী বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের সমাপ্ত করবেন।

সময় : ৬০ মিনিট

আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	ময়
প্রশিক্ষণ কোর্স পর্যালোচনা ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী ধারণা যাচাই	বড় দলে আলোচনা, প্রশ্নপত্র পূরণ	প্রশিক্ষণে প্রদত্ত হ্যান্ডআউটসমূহ, প্রশিক্ষণ পরবর্তী ধারণা যাচাই পত্র,	২৫ মিনিট
প্রশিক্ষণ কোর্স মূল্যায়ন	ব্যক্তিগত মূল্যায়ন	মূল্যায়ন ছক	২৫ মিনিট
প্রশিক্ষণ সমাপ্তি	বক্তৃতা, আলোচনা	-	১০ মিনিট

প্রক্রিয়া

ধাপ-১:প্রশিক্ষণ কোর্স পর্যলোচনা ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী ধারণা যাচাই সময়: ৩০ মিনিট

- ২ দিনের এই প্রশিক্ষণ কোর্সটির মূল শিক্ষণ সমূহ পর্যালোচনা করতে অংশগ্রহণকারীদেরকে আমন্ত্রণ জানান ;
- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, আমরা প্রথম থেকে কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি এবং আলোচনা থেকে আমরা কী জানতে বা শিখতে পেরেছি ?
- অংশগ্রহণকালীদের একে একে আলোচ্য বিষয় এবং আলোচনা থেকে মূল শিখন কী তা বলতে বলুন ;

- প্রত্যেকে যাতে স্বত:স্ফূর্ত অংশ গ্রহণ করেন সে ব্যাপারে সহায়তা করুন। কোন বিষয়ে অস্বচ্ছতা থাকলে তা' পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে স্বচ্ছ করতে সহায়তা করুন ;
- এরপর বলুন, আমরা প্রাক প্রশিক্ষণ যাচাই করেছি। সেখানে অনেকেই অনেক প্রকার ধারণা পোষণ করেছিলেন।এ দুইদিন আমরা নিশ্চয় বিভিন্ন বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছেছি তাই এখন আমরা দেখবো আসলে এ প্রশিক্ষণ থেকে আমরা কি শিখেছি। এরপর প্রশিক্ষণ পরবর্তী ধারণা যাচাই করার জন্য সহায়ক তথ্যে সংযুক্ত প্রশ্নপত্রের কপি বিতরণ করুন;
- সকলকে প্রশ্নপত্র পূরণ করতে অনুরোধ জানান। সময় দেবেন ২৫ মিনিট। অংশগ্রহণকারীদের লেখা শেষ হলে তা সংগ্রহ করুন;
- সম্ভব হলে দ্রুত প্রশ্নপত্রগুলো যাচাই করে অংশগ্রহণকারীদের ফলাফল জানিয়ে দিতে পারেন। তাহলে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের পূর্ব ধারণা ও প্রশিক্ষণের পরের ধারণার পার্থক্য বুঝতে পারবেন;
- এরপর সকলকে সংযুক্ত অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা প্রশিক্ষণ কোর্স মূল্যায়ন ছকটি টিক চিহ্নের মাধ্যমে পূরণ করতে দিন;
- এসময়ে সম্ভব হলে অংশগ্রহণকারীদের প্রথম দিনের প্রশিক্ষণ প্রত্যাশার সাথে তাদের প্রাপ্ত শিক্ষণের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা করতে পারেন।

ধাপ-২: কোর্স মূল্যায়ন ও সমাপনী সময়: ১৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থেকে যে কোন দুইজনকে আমন্ত্রণ জানান ভবিষ্যতে এ কোর্সকে আরো কার্যকর করতে তাদের পরামর্শ প্রদান ও প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পর্কে তাদের সার্বিক অনুভূতি ব্যক্ত করার জন্য।
- পরিশেষে আয়োজক পক্ষ থেকে একজনকে সমাপনী বক্তব্য দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানান।
- আয়োজক পক্ষ থেকে বক্তব্য দেয়ার পর যদি সমাপনি অনুষ্ঠানে উর্দ্ধতন কোন কর্তৃপক্ষ থেকে থাকেন তাহলে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে তিনি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপ্তি ঘোষনা করবেন।

প্রশিক্ষণ পূর্ব উত্তর যাচাই পত্র

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা রেজিলিয়েন্স বাস্তবায়নে নারী নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

অংশগ্রহণকারীঃ দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটির নারী সদস্যদের জন

পূর্ণমান-১০০

ক্রমিক নং	বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন	সঠিক	সঠিক নয়	জানিনা
১	জেন্ডার হলো নারী ও পুরুষের সমতা			
২	দুর্যোগে নারীর ক্ষয় ক্ষতি বেশী হবার কারণ হলো দুর্যোকে গুরুত্ব না দিয়ে কাজ করা			
৩	সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী-পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনযোগ্য নয়			
৪	নারীর প্রতি সহিংসতা ঘটে নারী বিভিন্ন পেশায় কাজ বা বাহিওে চাকুরি করার কারণে			
৫	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকা ও নেতৃত্ব নিজ গৃহের মধ্যেই সিমাবদ্ধ রাখা প্রয়োজন			
৬	নারীর নেতৃত্ব বলতে বোঝায় নারীকে বিভিন্ন কমিটির সদস্য সিবে অন্তর্ভুক্ত করা			
৭	নারী নেতৃত্ব উন্নয়নের জন্য দরকার পুরুষদের সহনুভুতি			
৮	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী নেতৃত্ব বাস্তবভিত্তিক নয়			
৯	জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবাযনে নারী নেতৃত্বের প্রয়োজন হলো দায়িত্ব হলো নারীদেও সমস্যা বিভিন্ন ফোরামে তুলে ধরা			
১০	নারী যদি আশ্রয় কেন্দ্রে যায় তাহলে পরিবারের ধন সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব নয়			

সহায়কের জন্য নির্দেশনাঃ

- উপরোক্ত প্রশ্নপত্রের অনুরূপ একটি প্রশ্নপত্র পূর্বেই পোস্টার পেপারে তৈরি করে রাখুন। অধিবেশনে এই পর্বটি পরিচালনার সময় হলে পোস্টারটি বোর্ডে টানিয়ে দিন। একটি একটি করে প্রশ্ন উপস্থাপন করুন। বিষয়টি যারা সঠিক মনে করেন তাদের সংখ্যা হিসেব করে 'সঠিক লেখা' কলামে বসিয়ে দিন, আর যারা সঠিক মনে করেন না তাদের সংখ্যা এবং যারা জানেনা তাদের সংখ্যাটিও হিসেব করে নির্ধারিত কলামে বসান। একই প্রক্রিয়ায় সবগুলো বিষয়েই অংশগহণকারীদের মতামতভিত্তক সংখ্যা লিখুন।

প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ছক

(অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা পূরণের জন্য)

নিচের ছকের যে কোন একটিতে ✓ চিহ্ন দিয়ে প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আপনার অনুভূতি প্রকাশ করুন।

ক্রম	ডবষয়	প্রযোজ্য স্থানে টিক(✓) দিন			কারণ/মন্তব্য
		ভালো	মোটামুটি	ভালো না	
১	প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু কেমন ছিল				
২	প্রশিক্ষণ উপকরণ কেমন ছিল				
৩	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি কেমন ছিল				
৪	প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ কেমন ছিল				
৫	সহায়কদের উপস্থাপনা কেমন ছিল				
৬	সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার মান কেমন ছিল				